প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩০ ২২ - ২৮ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল ২০২১

(১ সেপ্টেম্বর - ৪ অক্টোবর ২০২১)

আমাদের অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধার

জীবন বাস্তবতায় 'লাউদাতো সি'

সময়ের দাবী : চলমান পরিবর্তন গ্রহণ এবং পরিবর্তিত জীবন আলিঙ্গন করা

চড়াখোলা গ্রামে 'স্বর্গোন্নীতা মারীয়া' নামে নতুন গির্জা
(Our Lady of The Assumption Church)
নির্মাণে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন।

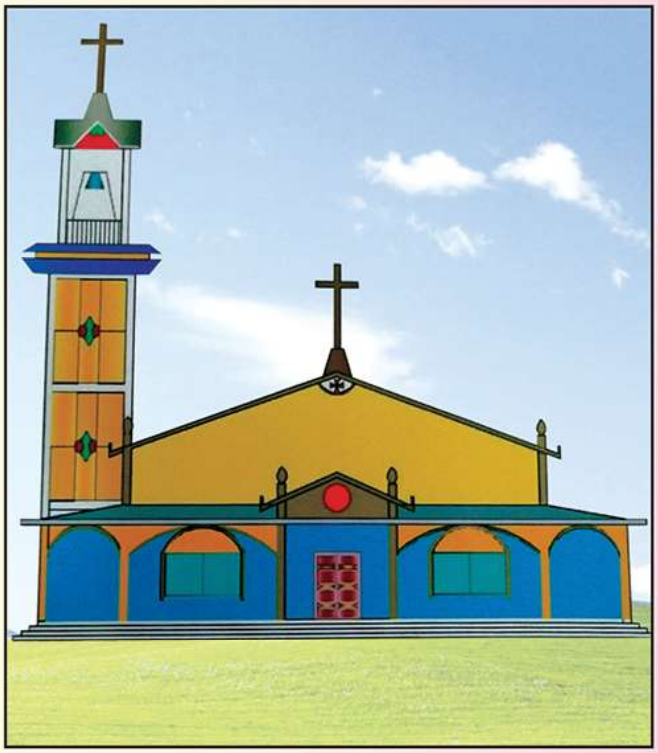

আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর অন্তর্ভুক্ত চড়াখোলা গ্রামে স্বর্গোন্নীতা মারীয়া'র নামে নতুন গির্জা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। গত ৩০ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, স্বর্গোন্নীতা মারীয়া নামে নতুন গির্জার ভিত্তি-ফলক স্থাপন করেছেন। আগস্ট ১৩, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবারে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, স্বর্গোন্নীতা মারীয়া'র নতুন গির্জার নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেছেন। এই নতুন গির্জার জন্য চড়াখোলাবাসী ভূমিদানসহ নির্মাণের আর্থিক অনুদান সংগ্রহে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গির্জা নির্মাণের কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য আরো আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন। দেশে-বিদেশে সকল দানশীল ও শুভাকাঙ্ক্ষী ভাই-বোনদেরকে এই নির্মাণ কাজে একাত্ম হয়ে আর্থিক সাহায্য করার জন্য আন্তরিকভাবে আবেদন জানাচ্ছি।

আশা করি, ঈশ্বরের গৃহ এই গির্জা নির্মাণের মতো মহৎ ও শুভ কাজে অনেকেই উদার আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে আসবেন।

আপনাদের উদার সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ও সবার মঙ্গল কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে,

ফাদার আলবিন গমেজ
পাল পুরোহিত
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

আর্থিক সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

১। ফাদার আলবিন গমেজ
পাল-পুরোহিত
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী
ই-মেইল: montugomes19@gmail.com
মোবাইল: 01715041478

২। ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও
সহকারি পুরোহিত
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী
মোবাইল: 01780023317

৩। সুনীল পেরেরা
ভাইস চেয়ারম্যান
চড়াখোলা গির্জা কমিটি
মোবাইল: 01717651535

বিজ্ঞ/২২২/২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৩০
২২ - ২৮ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
৭ - ১৩ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visi: : www.weekly.pra:ibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল : সৃষ্টির যত্ন নিতে সচেতনতা দান

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল বা (Season of Creation) ধারণাটি সাম্প্রতিক সময়ে খ্রিস্টমণ্ডলীতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পোপ ফ্রান্সিস ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর সময়সীমাতে সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল পালনের আহ্বান রাখলে কাথলিক মণ্ডলী তাতে দারুণভাবে সাড়া দেয়। তবে সৃষ্টির যত্ন নেবার ব্যাপারে প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন প্যাট্রিয়ার্ক প্রথম দিমিট্রিওস ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। ঐ সময়ে তিনি সকল খ্রিস্টমণ্ডলীকে একত্রে অভিন্ন বসতবাটী পৃথিবীর যত্ন এবং সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা ও বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণের জন্য একটি মাস পালনের প্রস্তাব দেন। সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল পালনে পালে হাওয়া লাগে পোপ ফ্রান্সিসের সার্বজনীন পত্র 'লাউদাতো সি' বা তোমার প্রশংসা হোক পত্রটির প্রকাশের পঞ্চবার্ষিকীতে অর্থাৎ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে। তখন থেকে কাথলিক মণ্ডলী সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল পালনে সক্রিয় হয়ে উঠে এবং তাতে ব্যাপকতা ও গতিশীলতা আসে। ভাতিকানের 'লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম (২০২১-২০২৭ খ্রিস্টাব্দ) সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল ধারণা ও এর কার্যক্রমকে স্থায়িত্ব দান করবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রকৃতি-পরিবেশ নিয়ে মণ্ডলীর গভীর চিন্তা ও উদ্বেগ বিশ্ববাসীকে উদ্বুদ্ধ করছে বিশ্বসৃষ্টিকে নিয়ে চিন্তা করতে। তাই জাতিসংঘের উদ্যোগে ধরিত্রীর বাস্তুতন্ত্র বা 'প্রকৃতি-পরিবেশ পুনরুদ্ধার দশক (২০২১-২০৩০ খ্রিস্টাব্দ) কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ উদ্যোগগুলো প্রকাশ করছে সৃষ্ট প্রকৃতির যত্নদানের কাজ সর্বজনীন। সকলেই যখন সৃষ্টির যত্ন দানের কাজে যত্নশীল হবে শুধুমাত্র তখনই বিশ্বসৃষ্টি হেসে উঠবে।

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কালের লক্ষ্য হতে পারে; প্রথমত সৃষ্টির উত্তমতা ও সৌন্দর্য দেখে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করা এবং দ্বিতীয়ত সৃষ্টি-প্রকৃষ্টির যথার্থ ব্যবহার ও যত্নদানের মাধ্যমে সৃষ্টির উত্তমতা রাখতে সহযোগী হওয়া। পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকের সৃষ্টি কাহিনীতে বর্ণিত আছে- সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতির সমস্ত কিছুকেই উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকেও উত্তমরূপে আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তার সমগ্র উত্তম সৃষ্টিকর্মের একটি অংশ মানুষ এবং এই মানুষের উপরই সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির উত্তমতা রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন। ঈশ্বর সুনিশ্চিতভাবেই তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতির যত্ন নিতে সক্ষম, কিন্তু তিনি একাজে নিয়োগ দেন মানুষকে। এই মুহূর্তে মানুষ তাদের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী ঈশ্বরের সৃষ্ট অপূর্ব সুন্দর পৃথিবীর যত্ন দান করবে কেননা তা করার জন্য মানুষের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। প্রকৃতিকে রক্ষা করা, যত্ন করা ও ফলশালী করার দায়িত্ব মানুষের উপর। একই সাথে মানুষের আবশ্যিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করার কর্তৃত্বও ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন। প্রকৃতির প্রবাহময়তা ও প্রানময়তা বজায় রাখার জন্য প্রকৃতির উপর অধিকার প্রাপ্ত প্রাণী; মানুষ যেন প্রকৃতির সকল কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্যতা রাখে সে দায়িত্বও বর্তেছে মানুষের উপর। কেননা কর্তৃত্বের সাথে সাথে দায়িত্বও উপস্থিত হয়।

দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ মানবকুল সৃষ্টির উত্তমতা কলুষিত করছে প্রতিনিয়ত। নিজেদের স্বার্থপরতা ও ভোগ-বিলাসিতা চরিতার্থ করতে গিয়ে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ প্রকৃতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়-জ্বলোচ্ছাস, বজ্রপাত, বরফগলা, মরুকরণ ইত্যাদির সাথে শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ, নদীদূষণ প্রভৃতি নেতিবাচক প্রভাব তীব্রতর হচ্ছে। আর এগুলোর নেপথ্যে রয়েছে নৈতিকতা ও মানবিকতার দূষণ। মানুষের সামান্য একটু ত্যাগ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রকৃতিতে কতো যে মঙ্গল আনতে পারে মানুষ তা ভাবেই না। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনটা মেটাতে মানুষ প্রকৃতিকে মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার করছে। মানুষ ভুলে যায়, সে প্রকৃতির সন্তান। তার যেমন বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে প্রকৃতিরও তেমনি বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ প্রকৃতির যত্ন সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাইতো তথাকথিত উন্নয়নের নামে যেখানে সেখানে গড়ে তুলছে বসতবাড়ি, কল-কারখানা, হাসপাতাল ইত্যাদি। কিছুদিন আগে চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র প্রাকৃতিক নৈসর্গের স্থান সিআরবি'তে হাসপাতাল নির্মাণ কাজকে চ্যালেঞ্জ করেছে প্রকৃতিপ্রেমী বেশ কিছু মানুষ। সরকারও সম্ভবত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছেন। এমনিভাবে আমাদের সকলকে প্রকৃতি ও সৃষ্টি রক্ষা ও যত্নে বিবেচকের ভূমিকা পালন করতে হবে। আর ছোট ছোট কাজ বাস্তবায়িত করার মাধ্যমেই আমাদের সুবিচেনার প্রকাশ করতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলে, যেখানে সেখানে থুতু/ময়লা না ফেলে, পরিকল্পিত বৃক্ষ রোপণ, দুষণমুক্ত চারিপাশ, প্লাষ্টিকজাত দ্রব্য ব্যবহার হ্রাস, খোলাজায়গা, ছাদে, ব্যালকনিতে সবজি চাষ করে প্রকৃতিজাত খাদ্য যোগানের ব্যবস্থা করেও আমরা প্রকৃতির যত্ন দান করতে পারি। আর এ কাজগুলো আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষই করতে পারি। মানুষের মঙ্গলের জন্যই সৃষ্টি-প্রকৃতিকে যথার্থ যত্ন নিতে হবে। সভা-সেমিনার, কর্মশালার মধ্যদিয়ে সচেতনতা আনয়ন যেমনি দরকার তার থেকেও বেশি দরকার আপন আপন ঘর,পরিবার, সমাজ, ধর্মপল্লী বা ধর্মপ্রদেশে সৃষ্টির যত্নে বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন। সৃষ্টির যত্নে আন্দোলন শুরু হোক পরিবার থেকে সর্বদা পরিবারের চারিপাশ পরিস্কারকরণ এবং বছরে কমপক্ষে একটি বৃক্ষরোপণের মধ্যদিয়ে॥ †

প্রভু, আমরা কার কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে। (যোহন ৬:৬৮)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

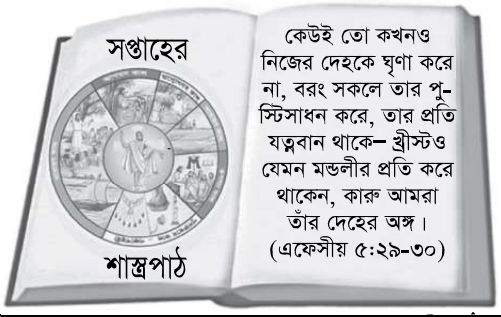

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২২ - ২৮ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২২ আগস্ট, রবিবার
যোশুয়া ২৪: ১-২, ১৫-১৮, সাম ৩৪: ২-৩, ১৬-২০, ২১-২৩, এফেসীয় ৫: ২১-৩২, যোহন ৬: ৬০-৬৯

২৩ আগস্ট, সোমবার
১ থেসা ১: ২-৫, ৮খ-১০, সাম ১৪৯: ১-৬ক, ৯খ, মথি ২৩: ১৩-২২

২৪ আগস্ট, মঙ্গলবার
সাধু বার্থলমেয়, প্রেরিতশিষ্য-এর পর্ব
প্রত্যাদেশ ২১: ৯খ-১৪, সাম ১৪৫: ১০-১৩খ, ১৭-১৮, যোহন ১: ৪৫-৫১

২৫ আগস্ট, বুধবার
১ থেসা ২: ৯-১৩, সাম ১৩৯: ৭-১২কখ, মথি ২৩: ২৭-৩২

২৬ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
১ থেসা ৩: ৭-১৩, সাম ৯০: ৩-৪, ১২-১৪, ১৭, মথি ২৪: ৪২-৫১

২৭ আগস্ট, শুক্রবার
সাধ্বী মণিকা-এর স্মরণ দিবস
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
বেন-সিরাখ ২৬: ১-৪, ১৩-১৬, সাম ১৩১: ১-৩, লুক ৭: ১-১৭
অথবা:
১ থেসা ৪: ১-৮, সাম ৯৭: ১-২, ৫-৬, ১০-১২, মথি ২৫: ১-১৩

২৮ আগস্ট, শনিবার
হিপ্পোর সাধু আগষ্টিন, বিশপ ও আচার্য-এর স্মরণ দিবস
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
১ যোহন ৪: ৭-১৬, সাম ৮৯: ১-৪, ২০-২১, ২৪, ২৬, মথি ২৩: ৮-১২ অথবা: ১ থেসা ৪: ৯-১১, সাম ৯৮: ১, ৭-৯, মথি ২৫: ১৪-৩০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২২ আগস্ট, রবিবার
+ ১৯৩৪ ফাদার পিয়েরে সিএসসি
+ ২০২০ সিস্টার অর্পিতা এসএমআরএ (ঢাকা)

২৩ আগস্ট, সোমবার
+ ১৯০০ ফাদার ফেবিয়ান এডুয়ার্ড লেঙ্গিলিয়ের
+ ১৯৪২ ফাদার যোসেফ হারেল সিএসসি
+ ২০১৮ সিস্টার নাজারিনা আগ্নেস পারই এসসি

২৪ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৫ সিস্টার মেরী অব লূর্দস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২৫ আগস্ট, বুধবার
+ ব্রাদার মালাকি রবার্ট ও' ব্রাইয়ান সিএসসি (ঢাকা)

২৬ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৪ সিস্টার এম. থেকলা আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০১১ ফাদার আন্তনীও ফলিয়ানী এসএক্স (খুলনা)

২৭ আগস্ট, শুক্রবার
+ ১৯৯৩ সিস্টার মেরী গ্রেট্রুড এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ ব্রাদার মার্সেল ডুসেন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৮ ফাদার জেমস তোবিন সিএসসি

২৮ আগস্ট, শনিবার
+ ২০০৫ সিস্টার এম. বেনেডিক্ট গমেজ আরএনডিএম (ঢাকা)

খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রসঙ্গে কিছু কথা

সমবায় ঋণদান সমিতির পরিচালকদের আমার আন্তরিক ভালোবাসা এবং অভিনন্দন জানাই। মানুষ সাধারণত লেখাপড়া শিখে ডিগ্রীপ্রাপ্ত হলেও পছন্দমত পেশায় নিজেকে পারদর্শী করতে ওই বিষয়ে আবার কমপক্ষে আরো ২/৪ বছর পড়াশুনা করতে হয়। এটাই নিয়ম। ঠিক তেমনি, ক্রেডিট ইউনিয়ন পরিচালনা পর্ষদে নিজেকে সংযুক্ত করতে হলে ক্রেডিট ইউনিয়নের সপ্তমূলনীতি যথা:

১. স্বতঃস্ফূর্ত এবং অবাধ সদস্যপদ (Voluntary and open Membership)
২. সদস্যদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ (Democratic Member Control)
৩. সদস্যদের আর্থিক অংশগ্রহণ (Member Economic Participation)
৪. স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা (Autonomy and Independence)
৫. শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং তথ্য (Education, training and Information)
৬. আন্তঃসমবায় সহযোগিতা এবং (Co-operation among Co-operative)
৭. সামাজিক অঙ্গীকার (Concern for Community)

ক্রেডিট ইউনিয়নের রক্ষাকবচ; ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং সুদৃঢ় ক্রেডিট ইউনিয়নের মৌলিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে জানতে, জ্ঞানার্জনের জন্য পড়াশুনা করা অত্যাবশ্যক। কারণ, ইহা কোনো বাণিজ্যিক সংস্থা নয় বরং সদস্যদের কষ্টার্জিত জমাকৃত টাকায় পরিচালিত একটি সেবামূলক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

বর্তমান সময়ে করোনাভাইরাসের প্রভাবে সব কিছুই ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। তাই বলে নিরাশ হলে চলবে না। খ্রিস্টেতে বিশ্বাসী ভক্তবৃন্দকে ক্রেডিট ইউনিয়নের রক্ষাকবচ: ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং আদর্শের প্রতি অবিচল থাকতে হবে। গুণীজনের কথা: "চঞ্চল টাকা আঁচলে বেঁধে রেখো না"। কথাটি স্মরণে প্রস্তাব- (অলস) টাকা ব্যাংকে জমা না রেখে সেই টাকায় সামর্থ অনুযায়ী ৫০-১০০ একর জমি ক্রয় করিলে লোকসান নয়, লাভ হবে। কেননা অদূর ভবিষ্যতে সেই জমিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠালে সদস্যদের কর্মসংস্থান এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো বেগবান হবে বিশ্বাস করি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আকুল আবেদন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন চিন্তাভাবনায় লেখাটি গুরুত্বসহ বিবেচনার জন্য অনুরোধ রইলো।

পিটার পল গমেজ
মণিপুরীপাড়া, ঢাকা

পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে ‘সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল - ২০২১’ উপলক্ষে সিবিসিবি খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের বাণী

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার্থে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত **‘সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল’** পালন করতে আহ্বান করেছেন। একালটি ১ সেপ্টেম্বর বুধবার **‘সৃষ্টি সেবাযত্নে বিশ্ব প্রার্থনা দিবস’** পালনের মাধ্যমে শুরু এবং ৪ অক্টোবর **‘আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব দিবস’** উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সমাপ্তি হয়। এবছর প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে **‘আমাদের অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধার’** গ্রহণ করা হয়েছে। ‘সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল’ পালনের একটি বিশিষ্ট আন্তঃমাণ্ডলিক সংলাপের দিক রয়েছে। ‘লাউদাতো সি’ পত্রটি প্রকাশনার পঞ্চম বার্ষিকী থেকে জোরালোভাবে ‘সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল’ পালনে আন্তঃমাণ্ডলিক প্রেরণা সকলের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। খ্রিস্টিয় সকল চার্চের খ্রিস্টভক্তদের একত্রে সৃষ্টির জন্য প্রার্থনা, সৃষ্টির সেবাযত্ন বিষয়ক অনুধ্যান ও সৃষ্টি রক্ষণাবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে একসাথে ‘সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল’ অর্থপূর্ণ করতে আহ্বান করেছেন।

লাউদাতো সি একটি ল্যাটিন শব্দ যার ইংরেজী অনুবাদ হল “Praise be to you, my Lord” বাংলা অনুবাদ ‘তোমার প্রশংসা হউক’। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস এমনই একজন সাধু ছিলেন যিনি নদীর মাছ, পশুপাখি, সবুজ বন-বনানী’র সাথে কথা বলতেন; বাক্যালাপ করতেন। সাধু ফ্রান্সিস দেখতেন যে গোটা পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টবস্তু ঈশ্বরের প্রশংসা কীর্তন করে। আর তিনি গোটা বিশ্ব-সৃষ্টির সাথে নিজে একাত্ম হয়ে বলছেন, (প্রভু) হউক তোমার প্রশংসা! বিশ্বসৃষ্টিকে নিয়ে সাধু ফ্রান্সিসের ঈশ্বর প্রশস্তির (Canticle) প্রথম লাইন থেকে পোপ মহোদয় তাঁর এই পত্রের শিরোনাম দিয়েছেন: লাউদাতো সি; অর্থাৎ (প্রভু) হউক তোমার প্রশংসা। মনে রাখি, সাধু ফ্রান্সিস বিশ্বসৃষ্টির সাথে প্রভুর প্রশংসাগান করছেন। অতএব প্রধান চিন্তা হল বিশ্বসৃষ্টি ও এর যত্ন।

পুণ্য-পিতা পোপ মহোদয় ঈশ্বরের সৃষ্ট এই উত্তম সবকিছুর মধ্যে বর্তমান মানুষের দ্বারা কৃত অবিচার ও নিষ্ঠুরতা কঠোরভাবে তুলে ধরেছেন আর তা করেছেন পবিত্র শাস্ত্রের আলোকে, বিশেষভাবে আদিপুস্তকের সৃষ্টি কাহিনীর সত্যবাণীর আলোকে। মানুষ বিভিন্ন ধরণের নোংরামী দিয়ে বিশ্বকে করেছে নোংরা (full of filths); বৃক্ষ কর্তনসহ বিভিন্ন নির্মান ও কলকারখানা তৈরীর মধ্য দিয়ে এসেছে পরিবেশ বিপর্যয়; জলবায়ুর অদ্ভূত ও অস্বাভাবিক আচরণ (Climate change)। ফলে মানুষ হচ্ছে অসুস্থ; হতে পারছেনা চিন্তামুক্ত। টেনশন তাকে ঘিরেই আছে। প্রকৃতির উপর অযাচিত কার্যক্রমের ফল আরো তুলে ধরেছেন বিভিন্ন অনৈতিকতা: অশান্তি; ধনী-গরীবের ব্যাপক দূরত্ব; দিনে দিনে দরিদ্রদের সংখ্যাই হচ্ছে অধিক। Less becoming more! অর্থাৎ যারা দরিদ্র, যাদের সম্পদ আছে কম তাদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। অতএব সামাজিকতা কমে যাচ্ছে; পরিবেশ নোংরা হচ্ছে।

একই বাস্তবতা আমাদের বাংলাদেশে। স্বীকার করব আমরা সবাই হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই। বাংলাদেশে রয়েছে বায়ু দুষণ; পরিবেশ দুষণ; শব্দ দুষণ; নোংরা পরিবেশ, ড্রেন, নালা পরিকল্পনামাফিক নেই বলেই যেখানে সেখানে জমে থাকা জল, নোংরা জল যেখানে হাজার হাজার মশা; ডেঙ্গু রোগ। এবং আরো।

১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর এই একটি মাসকে পুণ্যপিতা ‘সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ১ সেপ্টেম্বর তারিখ ‘সৃষ্টির জন্য বিশ্ব প্রার্থনা দিবস’ এবং ৪ অক্টোবর আসিসরি সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব দিবস পালিত হয়। কেন এই ঘোষণা? এই সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সার্বজনীন পত্রটি “লাউদাতো সি” প্রকাশনার পঞ্চবার্ষিকীতে এই কালটি পালন শুরু হয়। এই সময়টিতে কাথলিকগণ তো অবশ্যই, আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃধর্মীয় পরিমণ্ডলেও বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেওয়া যেতে পারে: সভা সেমিনার , কর্মশালা, তৃণমূল পর্যায়ে পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচী: পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও গাছ লাগানোর অভিযান; এই অভিযানে বিভিন্ন প্রতিযোগীতা; অশান্তি, কোন্দল, অন্যায্যতার মত বিভিন্ন নোংরামী নিরসন এবং আরো বাস্তবতা ভিত্তিক কর্মসূচী। উপরন্তু, বিশ্ব সৃষ্টি যত্নের জন্য প্রার্থনা। আর এই প্রার্থনা অবশ্যই হবে সার্বজনীন, যেন অংশ নিতে পারে সকল মণ্ডলীর ও ধর্মের মানুষ। এর ফলে অন্তরে জেগে উঠবে এই চেতনা যে, আমার গৃহ বসবাসকারী সবার গৃহ ; আমার স্কুল স্কুলের সবার স্কুল ; এই চেতনা সবাইকে রক্ষা ও যত্নের চেতনা বাড়িয়ে দেবে।

আসুন, এই একটি বিশেষ সময়ে ‘সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল’ (সেপ্টেম্বর ১ - অক্টোবর ৪) পালন করি যাকে আমরা বলতে পারি আমাদের অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধার বা নিরাময় বা নবায়নের কাল। এ সময়টিতে সিবিসিবি সংলাপ কমিশন, ন্যায় ও শান্তি কমিশন, সামাজিক যোগাযোগ কমিশন, যুব কমিশন, কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন, ডাইওসিস, ধর্মপল্লী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রেডিট ইউনিয়ন, ক্লাব, সংগঠন এবং অন্যান্য সিবিসিবি কমিশন ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত ‘আমাদের অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধার” কর্মসূচিতে সক্রিয় হয়ে উঠি। আমরা নিজেরাও আমাদের আপন আপন ঘর, সমাজ, পরিবার, ধর্মপল্লী বা ধর্মপ্রদেশকে; চাকুরী স্থলকে, গৃহের পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে, ফসলের তৃণভূমিকে ঈশ্বরের সৃষ্ট হিসাবে গণ্য ও বিশ্বাস করি এবং বিভিন্ন বাস্তবধর্মী কর্মসূচী গ্রহণ করি আমরা নিজেরা কাথলিক খ্রিস্টভক্তগণ এবং অন্য মণ্ডলী ও ধর্মের মানুষদের নিয়ে। ঘটবে আমূল রূপান্তর নিজেদের মনোভাবে ও ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে। বাড়বে নিজেদের মধ্যে এবং অন্য মণ্ডলী ও ধর্মের ভাইবোনদের সাথে ঐক্য ও সম্প্রীতি যার বিষয়ে পোপ মহোদয় উল্লেখ করেছেন তাঁর আরো একটি সার্বজনীন পত্র ‘ফ্রাতেল্লী তুত্তি’ এর মধ্য দিয়ে। এই ভাবেই সফল করে তুলি ‘সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল’ পালন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েও এই পত্রটির শিক্ষা ও আমেজ ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। ধর্মীয় প্রার্থনাসভাও করা যেতে পারে বিভিন্ন মণ্ডলীর খ্রিস্টভক্ত ও বিভিন্ন বিশ্বাসের ভাইবোনদের নিয়ে।

‘সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল’ উপলক্ষে সিবিসিবি সংলাপ কমিশনের নামে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানে প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার্থে **‘সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল’** (১ সেপ্টেম্বর - ৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ) পালন সফল হউক, সার্থক হোক।

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই
সভাপতি
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন, সিবিসিবি

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ
সেক্রেটারী
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন, সিবিসিবি

সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল - ২০২১ খ্রিস্টাব্দ আমাদের অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধার

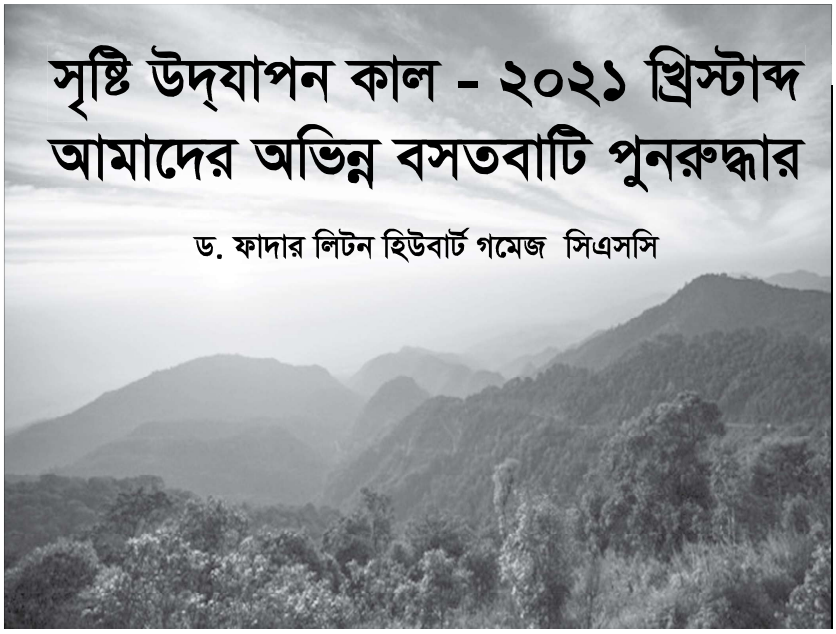

ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি

১. পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার্থে **১** সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত **'সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল'** পালন করতে আহ্বান করেছেন। এই কালটির একটি বিশেষ তাৎপর্য হল **১** সেপ্টেম্বর বুধবার **'সৃষ্টির সেবাযত্নে বিশ্ব প্রার্থনা দিবস'** পালনের মাধ্যমে শুরু এবং ৪ অক্টোবর **'আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব দিবস'** উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সমাপ্তি হয়। এবছর প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে **'আমাদের অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধার'** গ্রহণ করা হয়েছে। 'সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল' পালনের একটি বিশিষ্ট আন্তঃমাণ্ডলিক মাত্রা রয়েছে। এসময়ে আমরা পিছনে ফিরে তাকাই এবং ধন্যবাদ জানাই প্যাট্রিয়ার্ক প্রথম দিমিট্রিওসকে যিনি **১৯৮৯** খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের সকল খ্রিস্টমণ্ডলীসমূহ একত্রে আমাদের অভিন্ন বসতবাটির যত্ন ও সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা ও বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণের একটি মাস উদ্‌যাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন থেকে সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল ও আন্তঃমাণ্ডলিক প্রেরণা সকলের মধ্যে বিদ্যমান বয়েছে। খ্রিস্টীয় সকল চার্চের খ্রিস্টভক্তদের একত্রে সৃষ্টির জন্য প্রার্থনা, সৃষ্টির সেবাযত্ন বিষয়ক অনুধ্যান ও সৃষ্টি রক্ষণাবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে একসাথে 'সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল' অর্থপূর্ণ করতে আহ্বান করেছেন। পোপ ফ্রান্সিস গুরুত্বের সাথে জরুরীভিত্তিতে সৃষ্টির সঙ্গে ও একে অপরের সাথে সম্পর্কের নিরাময় করতে বিশ্ব খ্রিস্টপরিবারকে উৎসাহিত করছেন এবং ধর্মপল্লীসমূহকে একইভাবে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করছেন "কেননা আমরা জানি যে, পরিবর্তন সম্ভব" *(লাউদাতে সি, অনু.১৩)*।

২. ভাতিকানের পুণ্য দপ্তর পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানকে সফলতা দান করতে আগামী ৭ বছর (২০২১-২০২৭ খ্রিস্টাব্দ) সময়কে "লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম" ঘোষণা করেছেন। 'সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল' পালনের সমাপ্তি দিবসে আগামী ৪ অক্টোবর আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব দিবসে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। অন্যদিকে এবছর থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে ধরিত্রীর বাস্তুতন্ত্র অর্থাৎ "প্রকৃতি-পরিবেশ পুনরুদ্ধার দশক" (২০২১-২০৩০ খ্রিস্টাব্দ) কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এসময় জনগণ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব সম্মেলনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একটি আগামী অক্টোবর **১১-২৪** তারিখে চীনে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব জীববৈচিত্র্য সম্মেলন 'কপ-১৫' (COP15); অপরটি আগামী নভেম্বর **১-১২** তারিখে স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগোতে জাতিসংঘ আয়োজিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন 'কপ-২৬' (COP26)। সকলে আশা করছি আমাদের অভিন্ন বসতবাটি রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার্থে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উত্তম কিছু দিকনির্দেশনা গ্রহণ করবেন যাতে জরুরীভিত্তিতে অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধারে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। ভাতিকানের 'মানব উন্নয়ন' নামক পুণ্য দপ্তর আশা করছে কাথলিক খ্রিস্টভক্তগণ প্রকাশ্যভাবে অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধারের বিষয়টি বিশ্ব সম্মেলনে নিজেদের মতামত জোড়ালোভাবে ব্যক্ত করবে। এ জন্য 'সুস্থ জনগণ, সুস্থ ধরিত্রীর আবেদন' সংযুক্ত পত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহে 'লাউদাতো সি মূভম্যানট' ও জোটসমূহ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, যা হবে আমাদের 'সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল' পালনের একটি অন্যতম পদক্ষেপ। বিশ্ব সম্মেলনের আগে খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো ক্ষতিগ্রস্থ আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগণের হয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরে প্রাবক্তিক ভূমিকা পালন করা এবং তাদের পক্ষে অ্যাডভোকেসি করা। এবছর একদিকে করোনাভাইরাস মহামারী এবং অন্যদিকে জলবায়ু বিপর্যয় সংকট ভাবনা নিয়ে 'সৃষ্টি উদ্‌যাপন কাল' পালিত হচ্ছে। আমাদের এখনই কাজে নামতে হবে।

৩. এসময়ে 'লাউদাতো সি' সর্বজনীন পত্রটির ৭টি লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায় করা হবে। লক্ষ্যসমূহ হল- জগতের আর্তনাদে সাড়াদান, দীনদরিদ্রদের আর্তনাদে সাড়াদান, পরিবেশগত অর্থনীতি বিস্তার, সহজ-সরল জীবনধারা, পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ উদ্দীপ্ত আধ্যাত্মিকতা এবং সমাজকে সম্পৃক্তকরণ ও অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি। লক্ষ্য অর্জনের জন্য গোটা মণ্ডলীকে সাতটি কর্মক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে- পরিবার, ধর্মপল্লী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও ক্লাবসমূহ, সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল এবং ধর্মীয় সংঘসমূহ ইত্যাদি। সুতরাং এতদিন ধরে আমরা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ আমাদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে সমন্বিত পরিবেশের যে ক্ষতি করেছি, তা পুনরুদ্ধারের জন্য আগামী দশক ধরে অবিরত কর্মসূচি গ্রহণ করবো। আমাদের অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধার সম্ভব- ইতোমধ্যে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে প্রান্তিক জনগণ বিষয়টি গুরুত্বসহ নিয়ে আলোচনা, সংলাপ ও বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করছেন, নিবেদিতপ্রাণ পরিবেশকর্মীগণ সংগঠনে কিংবা নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে অথবা এককভাবে কাজ করছেন। দৈনিক পত্রিকা অনুযায়ী- বিগত **১৬** বছরের মধ্যে পবিত্র ঈদের পরের দিন (২১ জুলাই) ঢাকা শহরে বাতাসে বায়ু ছিল সুনির্মল কারণ করোনাভাইরাস সংক্রমণরোধে লগডাউন ও ঈদের ছুটিতে গাড়ী চলাচল কম ছিল। চলতি সময়ে ইলিশসহ নদীর মাছের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ প্রজননকালে মাছ ধরা বন্ধ ছিল, মাছে রোগ-বালাই কমেছে কারণ কীটনাশক ব্যবহার সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃক্ষরোপন, বাগান করা, জৈবসার ব্যবহার, জৈবসুরক্ষা গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্র, সমাজ, সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান

কার্বন ফার্টিলাইজেশন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে। করোনাভাইরাস শিখিয়েছে মানুষ সচেতন হয়ে 'স্বভাব' পালটাতে পারলে পরিবর্তন সম্ভব। আমাদের অভিন্ন বসতবাটির অবনতির বিষয়টি আমাদের জীবনধারা পরিবর্তন করার দাবি জানায় ফলে মানব পরিবারের আচরণে আমূল পরির্তনের জরুরি প্রয়োজন *(লাউদাতো সি, অনু.২০৬,৪)*।

৪. জাতিসংঘ গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেল-আইপিসিসি এর প্রতিবেদন মতে- দ্রুত জলবায়ু বদলে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, মেরু অঞ্চলে বরফ ও হিমবাহ গলে যাওয়া, তাপদাহ, বন্যা আর খরার মত ঘটনা বাড়ছে মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ ও যথেচ্ছাচার কার্যক্রমের কারণে। সারা পৃথিবীর প্রায় সব বিজ্ঞানী এখন মেনে নিয়েছেন- কারখানায় মানুষ কয়লা পুড়িয়েছে, খনিজ জ্বালানি পুড়িয়েছে ফলে বাতাসে কার্বন বেড়ে গেছে, পৃথিবী দিন দিন তপ্ত হয়ে উঠছে। উষ্ণতম দিন আসছে ঘন ঘন, শীতলতম দিন কমে যাচ্ছে। ফলে তুষার গলছে, হিমবাহ গলছে, সমুদ্রের পানি উঁচু হচ্ছে। এখন ঘনঘন সাইক্লোন হচ্ছে, জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে, দাবানল হচ্ছে। ফলে সারা বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিস্থিতিকে চরমভাবাপন্ন করে তুলেছে। গরমে আমাদের দেশের মানুয়ের কষ্ট বাড়ছে, কানাডা-আমেরিকার অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। গবেষণা মতে-আগমী তিরিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ সমুদ্রের নিচে চলে যাবে। বিগত সিডর-আইলার ধ্বংসচিহ্ন দেখেই তা অনুমান করা যায়। এবছর ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও চীনে বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল; ফলে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ও সহায় সম্পদ অপ্রত্যাশিতভাবে ভেসে গেল। দাবানলের আগুন বিস্তার হচ্ছে গ্রিস, আমেরিকায় ও অস্ট্রেলিয়ার অনেক অঞ্চলে। মানুষ মারা যাচ্ছে, বন্য প্রাণী প্রাণ হারাচ্ছে ফলে বাঁচার তাগিদে অগণিত মানুষ নিজ দেশেই উদ্বাস্তু হয়েছে। আমাদের দেশে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে বজ্রপাত এখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বছর থেকে বছরে মানুষ মারা যাওয়ার হার বাড়ছে। বেসরকারি সংস্থা এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (এসডো) এক সমীক্ষা মতে- রাজধানী ঢাকায় ব্যবহৃত পলিথিন ব্যাগ থেকে উৎপাদিত মোট বর্জ্য প্রায় পাঁচ হাজার ৯৯৬ টন। সারাদেশে এটি প্রায় ৭৮ হাজার ৪৩৩ টন। আর অবৈধ পলিথিন ব্যাগের দৈনিক উৎপাদন ৫০ লাখ বেড়ে গেছে (বিডি নিউজ২৪.কম, ৫ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ)। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস জ্বালানি হিসেবে কয়লা এবং উচ্চমাত্রায় দূষণ ঘটানো জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার যত দ্রুত সম্ভব বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিবেদনের এক মন্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ দূত জন কেরি বলেন- সুযোগ শেষ হওয়ার আগেই বিশ্বকে এক হতে হবে, গ্লাসগোতেই আগামী 'কপ-২৬' সম্মেলনেই এই সংকটের মোড় বদলাতে হবে আমাদের *(প্রথমআলো, ৬ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ)*।

৫. জলবায়ু পরিবর্তন দূর ভবিষ্যতের শঙ্কা নয় বরং বর্তমানের বাস্তবতা। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা মতে- মাত্রাতিরিক্ত কার্বণ নিসরণে আমাদের আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগণের ভূমিকা সবচেয়ে কম অথচ আমরাই জলবায়ু বিপর্যয়ে বেশি ভুক্তভোগী হতে যাচ্ছি। প্রান্তিক জনগণ এখনো সবচেয়ে কম কার্বন ব্যবহার করে, অনেকে কার্বননিরপেক্ষ জীবন-যাপন করে, কম কার্বনভিত্তিক খাবার গ্রহণ করে, কম কার্বন কৃষি-জুম ও অর্থনৈতিক জীবন-যাপন করে। প্রান্তিক জনগণ এখনো পর্যন্ত বিশ্বের সাম্প্রতিক উষ্ণ হয়ে ওঠা সর্বনাশা 'কার্বন-পদচ্ছাপ' কম রেখেছে মাতৃসম অভিন্ন বসতবাটির বুকে। অথচ তাদেরই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জীবন-জীবিকা, জান-প্রাণ ও ভিটামাটি-সম্পদ মাসুল হিসেবে বিসর্জন দিতে হবে। নিজেদের অভিন্ন বসতবাটি সুরক্ষায় আমাদের সবারই করণীয় আছে- নিজের ঘরের বাতিটা অকারণে না জ্বালানো, গাড়ি কম চালানো, অযথা মোটরসাইকেল না চালালো, গাছ লাগানো, বাগান করা, পানি পরিমিত ব্যবহার করা, অযথা বিকট শব্দ না করা, নির্মল বায়ু ব্যবহার করা ও জৈবসুরক্ষার মতো কাজগুলো সকলেই করতে পারি। আমাদের অভিন্ন বসতবাটির পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রভাবে খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও বন্যা প্রতিরোধে নিজ দেশের অঞ্চল ও এলাকা বিবেচনায় কী প্রজাতির গাছ লাগানো হবে এসবের উত্তম পরামর্শদাতা হতে পারে বননির্ভর আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং কৃষিনির্ভর প্রান্তিক জনগণ। এরাই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অংশীজন হয়ে প্রস্তাব করবে নিম, শিরীষ, অশ্বত্থ, বট, কদম, বকুল, সোনাঝুরি বা সোনালু, তাল, কাঁঠাল, নারিকেল, কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, অর্জুন, বহেড়া, হরীতকী, নিম ও আমলকীগাছ লাগানোর মাধ্যমে আমাদের অভিন্ন বসতবাটির আদি প্রকৃতি ও পরিবেশ পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে। ব্যতিক্রমে বিদেশী সংস্থা বা দাতাসংস্থার একক পরামর্শে রাবার বা আগ্রাসী ম্যাঞ্জিয়াম-ইউক্যালিপটাস- একাশিয়ার বাণিজ্যিক বাগান হবে কিন্তু প্রাকৃতিক বনায়ন সম্ভব নয়। যা দেশের জনগণ ইতোমধ্যে অভিজ্ঞতা করেছে। দাতাসংস্থার পরামর্শে ও অর্থায়নে ইকো পার্ক, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, গেম রিজার্ভ, অভয়ারণ্য, অভয়াশ্রম, জাতীয় উদ্যান ইত্যাদি বাহারি নামে জনগণসহ প্রাণবৈচিত্র্য বা প্রতিবেশের পুনরুদ্ধার নয় বরং কর্পোরেট পর্যটন কোম্পানির বাণিজ্যে মুনাফা অর্জন স্বার্থটাই উদ্ধার হবে। আমাদের দেশে সরকার ও কিছু কিছু সংস্থা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার কার্বন ফার্টিলাইজেশন ও নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনে উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এসব উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডে আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগণকে অবিহিতকরণ, সচেতনকরণ, অন্তর্ভুক্তকরণ, উৎসাহিতকরণ দরকার এবং কর্মপরিকল্পনায় অংশীজনদের অবাধ, স্বাধীন, পূর্ব অনুমতি ও সম্মতি থাকা খুবই জরুরী এতে দেশ লাভবান হবে, ধরিত্রী রক্ষা পেয়ে প্রাণময়তা ও সজীবতা লাভ করবে *(প্রথমআলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ)*।

৬. আমাদের দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলের প্রান্তিক জনগণের জীবন-জীবিকার জন্য নিম্ন কৃষিজমি ও জলাভূমির উপর নির্ভরশীল। জলাভূমিসমূহ একদিকে জীববৈচিত্রপূর্ণ অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল, অন্যদিকে এগুলো মানববসতি, জীববৈচিত্র, মাছ উৎপাদন, কৃষি বহুমুখীকরণ, নৌ চলাচল ও যোগাযোগ এবং প্রতিবেশ-বিনোদন ইত্যাদির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যখন পানির চাহিদা বাড়ছে এবং বন্যা ও খরার ঝুঁকি বাড়ছে, তখন টেকসই উন্নয়নে জলভূমির ভূমিকা আগের তুলনায় অনেক বেশি অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ যে কার্বন নিসরণ, তা কমানোরও এক প্রাকৃতিক পদ্ধতি জলাভূমিসমূহ। আমরা দেখতে পাই যে বিস্তর ৭০ থেকে ৮০ হাজার বর্গকিলোমিটার যা মোট ভূ-ভাগের প্রায় অর্ধেক এসব জলাভূমিসমূহ জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলায় একইসঙ্গে অ্যাডাপটেশন ও মিটিগেশন ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করছে। তাছাড়া পৃথিবীর বৃহত্তম

ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমারোহে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ, দুর্যোগকালে আশ্রয়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া সুন্দরবনসহ অন্যান্য বনের কাঠ, মধু, পাতা, ওষুধ ও মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের টেকসই জীবন-যাপনে সহায়তা করে যাচ্ছে। তাছাড়া ম্যানগ্রোভ বন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে এবং অন্যান্য বনের তুলনায় ইহা বায়ুমণ্ডলে চারগুণ বেশি কার্বন কমাতে সহায়তা করে। অথচ কয়লাভিত্তিক রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ আশপাশে গড়ে ওঠা শিল্পকারখানা সুন্দরবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ *(দৈনিক যুগান্তর, ১১ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ)*। সৃষ্টিকর্তার উপহার এ বনকে যদি রক্ষা না করি, তাহলে একদিন খুলনা, রবিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা ও ঢাকার কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে হাতিয়া ও সন্দ্বীপের মতো দ্বীপে পরিণত হবে। বনভূমি, কৃষিজমি ও জলাভূমিসমূহ সুরক্ষার্থে কর্পোরেট উদ্যোগসমূহ সংশোধন করে আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগণের অবাধ, স্বাধীন, পূর্ব অনুমতি ও সম্মতিক্রমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে 'অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধার' সম্ভব।

৭. অভিন্ন বসতবাটির সুরক্ষার আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠা সুইডিশ তরুণী গ্রেটা থানবার্গের মতো স্থানীয় অনেক নিবেদিতপ্রাণ পরিবেশ প্রেমিক অংশগ্রহণ করছেন। এদের মাঝে অনেকে রক্ত ঝরিয়েছেন, কেউ- কেউ নিজ জীবন উৎসর্গ করেছে। রাষ্ট্র ও দেশনেতাগণ তাদের খোঁজ রাখে না যারা অধিকাংশই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী জনগণ। ইতিহাস মতে- নেত্রকোনার সুসংদুর্গাপুরে হাজং জনগণ সুসং রাজার হাতি বাণিজ্যের বিরুদ্ধে হাতীখেদা আন্দোলন করে জান দিয়েছে। মধুপুর শালবন বাঁচাতে মান্দি যুবক পীরেন স্লান শহীদ হয়েছেন; এমনিভাবে উৎপল নকরেক ও পরেশ রিছিল প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বাঁচিয়েছেন বন। মধুপুরের বাসন্দিরা এখনও নিজের জীবন-জীবিকা, প্রকৃতি-পরিবেশ, অভিন্ন বসতবাটি রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছে। মধুপুরের আদিবাসী জনগণ প্রথম আদিবাসীদের সমাধিস্থান কবর পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের লড়াইয়ে বারে বারে হেরে যাচ্ছে, মার খাচ্ছে, রাষ্ট্র তাদেকে প্রতিপক্ষ ভাবছে। মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার ফুলতলা চা-বাগানের অবিনাশ মুড়া বুকের রক্ত ঢেলে পাহাড় জনপদ রক্ষা করেছেন, ফুলতলার খাসিয়া জনগণ এখনও বসতবাটি, জীবন-জীবিকা ও ধর্মীয় উপাসনালয় সুরক্ষার্থে রক্ত ঝরাচ্ছে, কেউ কেউ জীবন দিয়েছে। ইতিহাস আরো বলে- সুনামগঞ্জের হাওর এলাকায় ভাসান পানির আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ হাওর জলাভূমির প্রাতিবেশিক সার্বভৌমত্ব দাবি করে রাষ্ট্রের জুলুম সয়েছে, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের বালিশিরা পাহাড় বাঁচানোর জন্য স্থানীয় বাঙালি জনগণ আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং পাহাড় বাঁচাতে শহীদ হয়েছেন সালিক মিয়া ও ধনু মিয়া (প্রথমআলো)। সমুদ্র উপকূলের জনগণ একজোট হয়ে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, লবনাক্ত জল প্রতিরোধে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বাঁধ নির্মাণ করে প্রকৃতি, পরিবেশ, জীবন-জীবিকা সুরক্ষার্থে অবিরত যুদ্ধ করে যাচ্ছে। অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধার করতে জনগণের স্বতস্ফূর্ত অবস্থান ও সাড়ার মাধ্যমে তাদের অবস্থা যুগে যুগে স্পষ্ট করেছে। কেননা আমরাতো জানি পরিবর্তন সম্ভব এবং এখানে সবার সমান অধিকার আছে; আমিও এখানে একজন অংশীজন ।

৮. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নিশ্চিহ্ন, বিপন্ন, বিলুপ্ত, বিলুপ্তপ্রায়, বিলুপ্তির আশঙ্কায় থাকা প্রাণসম্পদ, বাস্তুসংস্থান, শস্য ফসলের বৈচিত্র্য, জীবিকা, ঐতিহ্যগত পেশা ও জীবনধারা, স্থানীয় সম্পদনির্ভর অর্থনীতি ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার কর। সম্ভব, মানবপরিবারকে একত্রিত হতে হবে ও সংলাপে অংগ্রহণ করতে হবে *(লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ১৩)*। আমরা অভিজ্ঞতা করেছি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার শপথ, সাহস, শক্তি, সম্ভাবনা, সম্পদ, অভিজ্ঞতা, কৌশল কেবল দেশের গরিব প্রান্তিক জনগণের ভেতরেই ঐতিহাসিকভাবে বহমান। আমাদের বসতবাটির স্থানীয় প্রজাতি, স্থানীয় প্রাণসম্পদ ও বৈচিত্র্য এবং জনগণের কৃষি-জুম ও উৎপাদন সম্পর্ককে সার্বিকভাবে বিবেচনা করে জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবিলার নিজস্ব আরো বহুবিধ কর্মপরিকল্পনা ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে কর্পোরেট বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে, পরিবেশ-স্বাস্থ্য-জীবিকা-স্থানীয় অর্থনীতি এবং সার্বিক জীবন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত ও বিপন্ন করে এমন কোনো ধরনের বাণিজ্য-প্রকল্প-স্বার্থ-উদ্যোগকে নিয়ন্ত্রণ, সংশোধন, বাতিল, পরিবেশ আইনে বিচার ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নৈতিক বিষয়টি ধারণায় রাখতে হবে তবেই বসতবাটি পুনরুদ্ধার পথে আমরা এগিয়ে যেতে থাকব। আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগণের গণ-উদ্যোগসমূহকে জোরদার ও ইতিবাচকভাবে গণমাধ্যমসমূহে প্রচার, প্রকাশ ও সার্বিক সহযোগিতা করা দরকার।

৯. আমাদের এই ধরিত্রী কারও একার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, ধরিত্রী মূলত একটি যৌথ উত্তরাধিকার, যার সুফল ভোগ করার অধিকার সবারই আছে *(লাউদাতো সি, অনু.৯৩)*। অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাচারী অধিকর্তা ও প্রভু হয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত সম্পদ ক্ষতবিক্ষত করা, বিনষ্ট করা, ধ্বংস করা, অপচয় করা, লুটপাট করা অথবা যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করে লুটেপুটে খাওয়ার কোনো অধিকার কারও নেই। অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধারে সত্যিকার অর্থেই এক জনগণতান্ত্রিক গণপ্রতিরোধ ও জলবায়ু সংলাপ জরুরী। এ উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এক বার্তায় জোর দিয়ে বলেছেন- আসুন, একসাথে কাজ করি, কেবলমাত্র আমরা এইভাবেই আমাদের ভবিষ্যতে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ ও টেকসই ধরিত্রী গড়তে সক্ষম হবো, এটাই আমাদের আশা। পোপ মহোদয় বার্তায় অভিন্ন বসতবাটির যত্নের তাঁর আবেদনটি পুনর্নবীকরণ করে বলেন- আসুন আমরা আমাদের মাতৃভূমির যত্ন নিতে এগিয়ে আসি; আসুন, আমাদেরকে সম্পদের শিকারী করে তোলে এমন স্বার্থপর প্রলোভনকে কাটিয়ে উঠি; আসুন, পৃথিবী এবং সৃষ্টির উপহারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই; আসুন, আমরা এমন একটি জীবনযাত্রা এবং এমন একটি সমাজের উদ্বোধন করি যা শেষ পর্যন্ত পরিবেশ বান্ধব ও পরিবেশ-টেকসই হয়। সবার জন্য আরও একটি সুন্দর ভবিষ্যত উপহার দিতে আমাদের সুযোগ রয়েছে। পিতা ঈশ্বরের নিকট থেকে আমরা একটি সুন্দর বাগান পেয়েছি, আমাদের সন্তানদের জন্য আমরা একটি মরুভূমি রেখে যেতে পারি না।" আসুন, দায়িত্বপ্রাপ্ত ও নিবেদিতপ্রাণ অংশীজন হিসেবে বহুবিদ ও বিচিত্র সৃজনশীল উদ্ভাবন উদ্যোগ ও উপায়ে সৃষ্টিকর্তার অমূল্যদান 'আমাদের অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধার' করতে অবিরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই॥

জীবন বাস্তবতায় ‘লাউদাতো সি’

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

পূর্ব কথা: শিরোনামটি পরিস্কার ও স্পষ্ট করা আবশ্যক মনে করি। “লাউদাতো সি” ল্যাটিন ভাষা। ‘লাউদারে’ Laudare একটি ক্রিয়া, যার অর্থ প্রশংসা করা to praise. সি অর্থ হউক May it be. লাউদাতো Passive verb. May it be praised. প্রশংসিত হউক। কে? প্রভু। পুরো অর্থ প্রভু প্রশংসিত হউক অর্থাৎ হোক প্রভুর প্রশংসা।

পটভূমি : আসিসির সাধু ফ্রান্সিস এমনই একজন সাধু ছিলেন যিনি নদীর মাছ, পশুপাখি, সবুজ বন-বনানী’র সাথে কথা বলতেন; বাক্যালাপ করতেন। সাধু ফ্রান্সিস দেখতেন যে গোটা পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টবস্তু ঈশ্বরের প্রশংসা কীর্তন করে। আর তিনি গোটা বিশ্ব-সৃষ্টির সাথে নিজে একাত্ম হয়ে বলছেন, (প্রভু) হউক তোমার প্রশংসা! বিশ্বসৃষ্টিকে নিয়ে সাধু ফ্রান্সিসের ঈশ্বর প্রশস্তির প্রথম লাইন থেকে পোপ মহোদয় তাঁর এই পত্রের শিরোনাম দিয়েছেন: লাউদাতো সি; অর্থাৎ (প্রভু) হউক তোমার প্রশংসা। মনে রাখি, সাধু ফ্রান্সিস বিশ্বসৃষ্টির সাথে প্রভুর প্রশংসাগান করছেন। অতএব প্রধান চিন্তা হল বিশ্বসৃষ্টি। সৃষ্টি তথা প্রথম সৃষ্টিকাহিনীতে যা যা তা সবই আলো-বাতাস, গাছপালা, নদ-নদী সমুদ্র, জমি-জমা, শিল্পকারখানা, বাগান এবং আরো। সৃষ্টিকে নিয়ে গীতাবলীতে বেশ কয়েকটি গান রচনা করা হয়েছে: “সূর্য চন্দ্র বন্দনা কর তাঁর”; “আকাশে চন্দ্র তারা, বনগিরি নদী ধারা তোমার মহিমা গায় প্রভু তোমার মহিমা গায়।” “ছন্দে ভরা তোমার গড়া এই পৃথিবী” এবং আরো।

‘লাউদাতো সি’ পত্রের মূল বিষয়: ‘লাউদাতো সি’ ‘হোক তোমার প্রশংসা’ পোপ মহোদয়ের এই পত্রটি আমরা বলব একটি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সার্বজনীন পত্র: এর মূল বিষয়ই হল সৃষ্টি অর্থাৎ Creation ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করে মানুষের হাতে দিয়েছেন “বশীভূত” করার জন্য তথা একে যত্ন করার জন্য; এর বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য, এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ মানুষেরই হাতে। ঈশ্বর এ-ও চেয়েছেন এই ‘আমাদের সবার গৃহ’ (Our Common Home) পৃথিবীতে সবাই মিলে স্বচ্ছ-সুন্দর জীবন যাপন করবে। কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়। একজন অট্টালিকা নির্মাণ করবে অন্যজন বস্তিতে বাস করবে এমন ভোগবাদী মানুষ ঈশ্বরের পরিকল্পনায় ছিলই না; কখনই নাই। তিনি তো চান সাধারণ কল্যাণ তথা সবার কল্যাণ; কারণ এই পৃথিবী, এই বিশ্বসৃষ্টি সবারই গৃহ। পত্রটির উদাত্ত আহবানই হলঃ এই ‘সবার গৃহ পৃথিবীর যত্ন নেওয়া; সবাই মিলে ভ্রাতৃত্বে বসবাস করা; গোটা বিশ্ব যেন প্রাণবন্ত থেকে প্রভুর বন্দনা করে।

পোপ মহোদয়ের প্রখর দৃষ্টিতে : পৃথিবীতে চলছে উপযোগ্য পণ্য ব্যবহার অর্থাৎ প্রয়োজনেরও অধিক এবং দায়িত্বহীনভাবে প্রগতি (শিল্পায়ন) অর্থাৎ এই প্রগতি বা উন্নয়ন কাজ সবার মঙ্গল হবে নাকি ব্যক্তি শুধু নিজে ভোগ করবে এবং অন্যেরা দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্র হবে। পোপ মহোদয় আরো প্রত্যক্ষ করেন যে উন্নয়নের নামে বন বৃক্ষ নিধন; বনাঞ্চল পরিণত হচ্ছে মরু-অঞ্চল। ফলে পরিবেশ বিপর্যয়: অতি গরম; অতি খরা; অতি বন্যা। সংকটে পড়েছে পরিবেশ। সবুজের প্রাকৃতিক শোভা আর থাকছে না; গড়ে উঠছে শিল্প কারখানা মানুষের এই চিন্তায় যে, এই কারখানা দিয়ে পণ্য ব্যবসা বাড়িয়ে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ব্যবসায়িক উন্নতি হবে। এই নির্মাণকাজ, বাজার তৈরীর জন্য পণ্য প্রস্তুত এগুলো জনগোষ্ঠিকে আঘাত করবে কিনা তার চেতনাই নাই।

এই পরিবেশতত্ত্ব, এর রয়েছে বাইবেলীয় ভিত্তি। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে : ঈশ্বরের সব সৃষ্টিই উত্তম এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার মানুষের হাতে।

সৃষ্টিকে নিয়ে মানুষ গবেষণা করুক, এর সৌন্দর্য্য বর্ধিত হোউক এটাতো ঈশ্বর চান, পোপ মহোদয়ও চান।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে: যারা শিল্পায়নের ফলে দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্র হচ্ছে অন্য দিকে স্বার্থপরের মত ধনবান আরো ধনবান হচ্ছে। বায়ু দুষণসহ আরো বহু প্রকার প্রকৃতিক ধ্বংসাত্মক অবস্থা। সামাজিক শান্তি ও মিলন আর থাকছে না কারণ, ধনী গরীবের ব্যবধান বেড়েই চলছে; অন্যায় অন্যায্যতা প্রত্যক্ষ আবার পরোক্ষভাবে অনেক সময় কাঠামোগত অন্যায্যতা; অনেক সময় অতি সুক্ষ পন্থায় বা অতি কৌশলগত অন্যায্যতা। আরো বহুবিধ অকল্যাণ চলছে প্রভুর সৃষ্টি এই বিশ্বে। বিশ্বমাতা কাঁদছে, রোদন করছে; সাথে বুঝি আমাদের পোপ মহোদয়ও কাঁদছেন। The holy father also lamenting!

নৈতিক অবক্ষয় : আধুনিক জগতে চলছে বহু গবেষণা; ফলে বহু কল্যাণকর আবিস্কার; বিজ্ঞানের আশীর্বাদ নিয়ে নতুন নতুন আবিস্কার: চিকিৎসা বিজ্ঞান; তথ্য প্রযুক্তি। তবে সত্য ও বাস্তব যে, এই নতুন নতুন তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার! অনৈতিক কার্যকলাপ বিশেষভাবে যুবসমাজের মধ্যে। The holy father also lamenting!

অতএব মূল অবস্থাটা কি? ঈশ্বরের সৃষ্টি এই পৃথিবী যাকে সাধু ফ্রান্সিস বোন ও মা হিসাবে সম্বোধন করেছেন সেই মা-বোন এখন যেন ক্রন্দনরতঃ পরিবেশ বিপর্যয়; আবাহাওয়া বিপর্যয়; মানব নৈতিকতার বিপর্যয়। আর এমন ধরণের বিপর্যকেই নৈতিকতার পরিপন্থী। মানুষ কিন্তু এমন বাস্তব সত্যগুলোর বিষয়ে একেবারেই সচেতন নয়।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গ: বাংলাদেশে শৈল্পিক উন্নয়ন দ্রুত। কলকারখানা, গারমেন্টস্ চলমান। বিভিন্ন নির্মাণকাজ চলমান। অন্য দিকে, বায়ু দুষণ, শব্দ দুষণ; অপরিস্কার পরিবেশ; প্রকৃতি-নিধন; বৃক্ষকর্তন অনেক সময় চুপিসারে সকলের অজান্তে। এইভাবেই চুরি-ডাকাতি। নৈতিকতার অবক্ষয় তথ্যপ্রযুক্তির বিপদজনক ব্যবহারে। বাড়ছে অনৈতিক সম্পর্ক, অবিশ্বস্থতা এবং ধর্মীয় বিধানের পরিপন্থী অস্থিরতা। সবই নৈরাশ্যজনক!

(ক) আশাব্যঞ্জক বাস্তবতা : শুরু হয়েছে প্রচারণা শুধু কথায় নয়, বৃক্ষ রোপন অভিযানকে বাস্তবায়ন করে। তবে সব জায়গায় নয়। মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও সিএসসি বলেছিলেন: বাংলাদেশে যতজন ক্যাথলিক ততটি গাছ যেন রোপন করা হয়। শুরু হয়েছে অনেক স্থানে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী।

(খ) করোনা’র শুভফল : সৃষ্টি-প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই অস্তিত্ব নিয়ে চলছে; মানুষ ঘরে বসে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করছে এবং প্রকৃতিও প্রভুর প্রশংসা করছে।

শেষ কথা: সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে অক্টোবর মাসের ৪ তারিখ পর্যন্ত লাউদাতো সি মাস। এই সার্বজনীন পত্রটির পঞ্চবার্ষিকী উপলক্ষে এমন একটি মাস। এই মাস অবধি পত্রটির বিষয়বস্তুর আলোকে তৃণমূল নিত্যদিনের করণীয় পদক্ষেপগুলো হতে পারেঃ

পত্রটির বিষয়বস্তু অনুধাবন করা; এর সামাজিক (social) ও আধ্যাত্মিক (Spiritual, Moral) অনুচিন্তনগুলো চিহ্নিত করা; চেতনায় আনা। আমি নিশ্চিত যে, চেতনায় আনলে আমরা কোন কোন বাস্তবতায় এমনভাবেই উল্লসিত হবো যে, প্রভুর বন্দনা করতে থাকবো ; আবার অনেক

নোংরামীজনক বাস্তবতায় বিস্ময়াভিভূত হবো: বলে উঠবো: এমন নোংরা পরিবেশ। পোপ মহোদয়ের ভাষায় বর্তমান পৃথিবী যেন নোংরা পৃথিবী: পরিবেশ বিপর্যয়; জলবায়ু বিপর্যয়; সামাজিক অবক্ষয়; নৈতিকতার অবক্ষয় এবং হাজারো। বিবেক যদি সচেতন হয় তখন অন্তরের অন্তঃস্থল বলে উঠবে: "না, এই বাস্তবতা অসহ্য! অসহ্য! আসুন ঝাপিয়ে পড়ি ; বাঁচাতেই হবে সৃষ্টিকে, বিশ্বপ্রকৃতিকে; নানা শোভায় শোভিত বাংলাদেশকে !"

সভা-সেমিনার: ভার্চুয়াল হোক বা একত্রিত হয়ে হোক; সকল পর্যায়ে চেতনামূলক সেমিনার, কর্মশালা শুরু করা।

একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবতার পর্যায়ে পদক্ষেপ:

১। **পরিবারে:** নিজের ঘরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা; পরিধানের কাপড়গুলো পরিস্কার রাখা; বিছানা-পত্র পরিস্কার রাখা । এক কথায় নিজের থাকার স্থানটিকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা। বাড়ীর চারিদিকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা; রাতে বা দিনে এখানে সেখানে প্রস্রাব না করা ; প্রতিদিন ঘর ঝাড়ু দেওয়া; পরিবারে মুরগী পালন করা; গরু ছাগল যথাস্থানে রাখা যেন পরিবেশ নোংরা না হয়। পরিবারে প্লাস্টিক পলিথিন ব্যবহার না করে প্রাকৃতিক বাসনপত্র ব্যবহার। পরিবারের প্রত্যেকেই শুভ প্রতিযোগীতায় গাছ লাগানো এবং নিজ নিজ রোপিত গাছের যত্ন নেওয়া। এমন ধরণের পদক্ষেপে পিতামাতা ও বয়স্কদের বাস্তব দৃষ্টান্ত এবয় অন্যান্যদের জড়িত করা।

২। **সমাজে:** "সামাজিক চেতনায় লাউদাতো সি" এমন ধরণের ব্যানার টাঙ্গিয়ে নীরব প্রচারণা। সমাজের যত নোংরামী: মদ্য পান; দরিদ্রের উপর কৌশলগত শোষণ-শাসন; সামাজিক অনায্যতা ; গ্রাম্য রাজনীতি, এবসব নির্মূল করা এবং নির্মূল করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ ধ্বংসাত্মকভাবে নয়, হতে হবে গঠনমূলক। তাই প্রয়োজন ফলপ্রসূ নেতৃত্ব ও টিম হিসাবে কাজ। সমাজে সবাই মিলে লাউদাতো সি পত্রটির মূল আহ্বান চিহ্নিত করা। ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ বাস্তব ভূমিকা রাখতে পারে।

৩। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে:** পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা শ্রেণীকক্ষে। ছাত্রছাত্রীদের শোভনীয় আচরণ ক্লাস চলাকালে; ক্লাসের বাইরে ; গুরুভক্তি এবং আরো। শিক্ষকশিক্ষিকাগণের জীবনআচরণে আকর্ষনীয় পরিচ্ছন্নতা; শিক্ষাদানে বিশুদ্ধতা। Cut, But, put, heart, hard, hurt উচ্চারণগুলো শিক্ষাগুরু যেন শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেন এবং তা ছাত্রছাত্রীদের শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে শেখান। পোষাক পরিচ্ছদে বিলাসিতা নয় বরং স্বাভাবিক সৌন্দর্য যেন প্রকাশ পায়। তাঁর শব্দচয়ন ও আচরণ হতে হবেই নোংরামি বহির্ভূত তথা অত্যাধুনিক ব্যঙ্গতামাসা বহির্ভূত; পক্ষান্তরে তাঁর ব্যক্তিত্ব হবে পিতুসুলভ, বন্ধুসুলভ ছাত্রছাত্রীদের সাথে। শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে নির্ভেজাল সম্পর্ক কথায়, চলায় বলায়, একত্রে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন-সভায়। ছাত্রছাত্রীরা শুধু পুঁথিগত বিদ্যায়ই নয়; সমন্বিত গঠনে তারা যেন সমন্বিত ব্যক্তিত্বে বেড়ে উঠে এর জন্যে শিক্ষাগুরুজনদের প্রথমে নিজেদের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠা এবং পরিবেশ রক্ষণে ওদের নিয়ে সুস্থ প্রতিযোগীতামূলক পদক্ষেপ যেমন, গাছ লাগানো; শ্রেণীকক্ষ পরিস্কার রাখা; চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা; ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি; কোন কটুক্তি না করা এবং আরো। মোট কথা গোটা প্রতিষ্ঠানটি যেন ঈশ্বরের প্রশংসা করে।

৪। **ধর্মপল্লীতে :** গোটা চত্বর পরিস্কার রাখা; যাজকভবন, সিস্টারভবন, বোর্ডিং ডিসপেন্সারী তথা ধর্মপল্লীর চত্বর সব অবকাঠামো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। সেবাদানরত ফাদার সিস্টারগণের পোষাকপরিচ্ছদ যেন তাদের অন্তরের শুদ্ধতা প্রকাশ করে। তাঁদের আচার-আচরণ নিজেদের এবং ভক্তজনদের সাথে সম্পর্ক, সভাসমিতি ধর্মপল্লী সম্পর্কীত সকল কার্যক্রম যেন প্রকাশ করে ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা স্বচ্ছতায়, সেবা নিবেদনে, ভ্রাতৃত্বে-বন্ধুত্বে।

৫। **লাউদাতো সি উপাসনায়:** কৃত্রিমতা বর্জিত উপাসনালয়ের গোটা পরিবেশ যেন ঈশ্বরের বন্দনা করে। প্রার্থনাপুস্তক, গীতাবলী, আদিবাসী ভাষায় প্রার্থনা ও গানের পুস্তক থাকবে পরিস্কার, অক্ষত। নোংরা কোনকিছুই থাকবে না। যাজকগণ নিজে যাজকীয় ও উপাসনার পোষাকে থাকবেন অনিন্দনীয়। উপাসনা পরিচালনায় থাকবে তাঁর/তাঁদের পবিত্রতা, ধ্যানময়তা। অস্বচ্ছ, নিছক জাগতিকতা, কৃত্রিমতা থাকবেনা থাকবে না তাঁর কথা বলায়, চলায়-বলায়। গোটা উপাসনাটাই যেন হয়ে উঠে একটি লাউদাতো সি তথা প্রভুর প্রশংসা। ধর্মীয় সঙ্গীতে থাকবে কণ্ঠপ্রধান আমেজ; ঐক্য কণ্ঠ; থাকবেনা জাগতিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ঢং; থাকবেনা যন্ত্রের বাহাদুরী কর্তাল বা সেতারের উগ্র ঝন্‌ঝনানী। গোটা সঙ্গীতটাই যেন উর্ধ্বে উঠে স্বর্গীয় সুষমায়।

৬। **গ্রামে-গঞ্জে জমি-জমা ও আবাদে:** জমিকে প্রকৃতিদত্ত শক্তিসামর্থ দিয়েই জমির বা মাটির পরিচয় ধরে রাখা। গোবর সার, সেতো ঐতিহ্যবাহী শক্তি মাটির জন্য, ফসল উৎপন্ন করার জন্য। মালিক সকাল বিকাল জমির চারিদিকে ঘুরবে, পায়চারি করবে। সাধু ফ্রান্সিসের মত সেই ফসলের সাথে প্রভুকে ধন্যবাদ দিবে। ফসলের সাথে; ধান বা পাটের জমির সাথে কথা বলবে এবং আরো। এইভাবেই লাউদাতো সি। পুকুরে মাছ ছাড়বে; মাছ স্বাভাবিক পন্থায় বৃদ্ধি পাবে। গরুবাছুর স্বাভাবিক ধারায় পালিত হবে। গ্রামের প্রতিটি পরিবারে থাকবে গ্রামীন ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব যা প্রকাশ পাবে সহযোগীতায়, একে অপরের খোঁজ খবর নিয়ে, শোকে-আনন্দে সবাই সবার আশীর্বাদ হয়ে। ধনী দরিদ্রের মাঝে, দুই পরিবারের সাথে ঝগড়া-বিবাদের থাকবে নিরসন। গ্রামটিতে থাকবে না কোন নোংরামি: নোংরা পলিটিক্স বা রাজনীতি। গোটা গ্রাম যেন হইয়ে উঠে লাউদাতো সি তথা গোটা গ্রাম যেন প্রভুর প্রশংসা করে।

৭। **শহর-নগর:** মানুষগুলোর মধ্যে থাকবে সম্প্রীতি। থাকবে না কোন অশুভ কুটনীতি-রাজনীতি বা অশুভ প্রতিযোগীতা। প্রত্যেককে দিবে মানব মর্যাদা। বাসা-বাড়ী থাকবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। মদ্যপান বহির্ভূত শহরে পরিবার স্বচ্ছতার সোপান। বাসায় থাকবে ধর্মীয় মূর্তি, ছবি। এবং আরো কতভাবেই না শহরে পরিবারকে/পরিবারগুলোকে লাউদাতো সি করে সাজানো যেতে পারে।

৮। **পরিবেশ রক্ষা:** গাছ কর্তন নয়, বরং গাছ লাগিয়ে প্রকৃতি-পরিবেশ এর সৌন্দর্য বর্ধন। পারিবারিক, সামাজিক, মাণ্ডলিক পরিবেশ সুন্দর রাখা। কোন নোংরামী দিয়ে, পরচ্চা দিয়ে, ব্যঙ্গ তামাসা দিয়ে, প্রতীকি খোঁচা মেরে কথার ধারালো অস্ত্র দিয়ে যেন পরিবেশ নোংরা না করি। পোপ মহোদয়ের কথা, "বিশ্ব আজ নোংরামীতে ভরা !" এই মন্তব্যকে যেন গুরুত্ব দেই এবং সকল পর্যায়ের নোংরামি বর্জন করে সবার গৃহ: তথা আমাদের দেশ, গ্রাম, সমাজ, পরিবার, ধর্মপল্লী, ক্ষেত-খামার সবগুলোকেই গৃহ বিবেচনা করে যেন এর যত্ন নেই, বশীভূত করি; ঈশ্বরের সৃষ্টিকে উত্তম রাখি যেন ঘর-বাড়ী পরিবার-পরিজন, সমাজ-আত্মীয়স্বজন তথা প্রত্যেকটি বাস্তবতাই প্রভুর প্রশংসা করে। এইভাবেই শুধু সেপ্টেম্বও ১ তারিখ থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত নয়, লাউদাতো সি'র যাত্রা নিত্যদিনের যাত্রা।

এইভাবেই পোপ মহোদয়ের লাউদাতো সি পত্রটিকে প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা করতে পারি এবং এই সার্বজনীন পত্রের বিবিধ আহ্বান তথা সৃষ্টির যত্ন নেওয়া, পরিবেশ সুন্দর রাখা, ভ্রাতৃত্ব বজায়ে রাখা এগুলোকে সমুন্নত রেখে প্রভুর প্রশংসা করতে পারি॥

মহান সাধু যোসেফের গুণার্চনা

সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি

নয়দিন নভেনা চলাকালে প্রতিদিন একটি করে মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে প্রার্থনা করা যেতে পারে কিংবা, সাধু যোসেফের পার্বণ দিনে (১৯শে মার্চ) খ্রিস্টযাগের প্রাকালে এই গুণার্চনা করা যেতে পারে অথবা এ বছর "সাধু যোসেফ বষ" উপলক্ষ্যে প্রার্থনা সভা করা যেতে পারে

গান: গীতাবলী থেকে

১) পবিত্রতার প্রাণ পুরুষ সাধু যোসেফ : পবিত্র থাকা ও পবিত্রভাবে যাপন করা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের সকলের প্রতি একটি বিশেষ আহ্বান; কারণ তিনি নিজেই যে পবিত্র। পবিত্রতা ঈশ্বরের একটি বিশেষ কৃপা, যা অজন করতে আজীবন সাধনা করতে হয়। এমনিতর পবিত্র নিষ্কলঙ্ক, সাধু ছিলেন সাধু যোসেফ। পবিত্রতার প্রাণ সাধু যোসেফ, আমরা তোমার পবিত্রময় জীবন যাপনের জন্য তোমার গুণগান করি। তোমার পবিত্রতা ব্যক্তির গুণে ঈশ্বরের মানব মুক্তির পরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে স্বার্থক রূপ লাভ করেছে। আমরা যেন সকল পরীক্ষা-প্রলোভন জয় করে পবিত্র ও সুন্দর জীবন-যাপন করতে পারি, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি-

"হে মহান সাধু যোসেফ আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।

২) ঈশ্বর-পুত্রের পালকপিতা সাধু যোসেফ: হে মহান সাধু যোসেফ তুমি যিশুর জন্মদাতা পিতা ছিলেনা, কিন্তু পরম স্বর্গীয় পিতার কাছ থেকে তুমি পৈতৃক অধিকার ও দায়িত্বভার পেয়েছো। তুমি নিষ্ঠার সাথে যিশুর জন্য পিতৃসুলভ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছো লোক গণনার জন্য তুমি মারীয়ার সাথে বেথলেহেমে গিয়েছো, যিশুকে রক্ষা করতে মিশরে অভিবাসী হয়েছো; মন্দিরে হারিয়ে যাওয়া যিশুকে কুজতে তুমি তিন দিনের পথ হেঁটে গিয়েছো। ঈশ্বরের প্রতি তোমার এই শ্রদ্ধা -সম্মানের গুনের প্রশংসা করি। আশীর্বাদ কর, ঈশ্বর প্রদত্ত যে দায়িত্ব আমরা পেয়েছি তা যেন যথাযোগ্যভাবে পালন করতে পারি-

* হে মহান সাধু যোসেফ আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর

৩) ঈশ্বরের মনোনীত-প্রীতিভাজন সাধু: হে সাধু যোসেফ, তুমি পরম ধন্য, ঈশ্বরের মনোনিত, প্রীতিভাজন পুরুষ যাকে ঈশ্বর আগে থেকেই মনোনীতকরে রেখেছেন। ঈশ্বরের পুত্র কোন সংসারে জন্ম গ্রহণ করবেন, কোন পরিবারে বাল্য ও যৌবনকাল অতিবাহিত করবেন তা ঈশ্বর আগে থেকে স্থির করে রেখেছেন। তিনি ধন্য কুমারীকে তাঁর পুত্রের মাতা হিসেবে মনোনীত করার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় প্রতিদানরূপে তোমাকে ও মনোনীত করেছেন। হে মহান সাধু, তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা যেন ঈশ্বরের মনোনীত, প্রীতিভাজন হয়ে খ্রিস্ট বিশ্বাসের পরিচয় দিতে পারি। *হে মহান সাধু যোসেফ আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর

৪) সাধু যোসেফ একজন আর্দশ স্বামী: হে সাধু যোসেফ, তুমি ছিলে মারীয়ার বাগদত্তা, আইন সম্মত, আর্দশ স্বামী। পুরুষ হিসেবে তুমি দাম্পত্য প্রেম অভিজ্ঞতা করেছ ভালবাসার উৎস পবিত্র আত্মা থেকে। তোমার আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের মায়ে প্রতি তুমি আন্তরিক ভালবাসা, শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছো, মারীয়াকে দিয়েছ স্বামীর আত্মদান। প্রার্থনা করি তোমার মধ্যস্থতায় পরিবারের সকল স্বামীগণ যেন আর্দশ, বিশ্বস্ত জীবন-যাপন করেন।

** হে মহান সাধু যোসেফ আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর*

৫) ধমনিষ্ঠ সাধু যোসেফ : হে সাধু যোসেফ, তুমি ছিলে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি; ধার্মিকতায় জীবন যাপন করেছ। তুমি মারীয়াকে ঘরে তুলে দূর্ণামের হাত থেকে রক্ষা করেছ। তুমি তোমার সমগ্র জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা বিশ্বস্তভাবে পালন করে ধার্মিকতার মহান আর্দশ তুলে ধরেছ। আমরা যেন ধার্মিক জীবনযাপন করতে পারি তোমার কাছে এই আশীর্বাদ চাই।

** হে মহান সাধু যোসেফ*

৬) ঐশ পরিকল্পনায় বিশ্বাসী সাধু যোসেফ: হে ঈশ্বরভক্ত সাধু যোসেফ, স্বর্গদূতের মাধ্যমে তোমার কাছের যিশুর জন্মের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচিত হওয়ার পর তুমি গভীর বিশ্বাসে তা গ্রহণ করেছো ও কর্মে রূপায়িত করেছো। কঠিন পরিস্থিতিতে তুমি ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সাড়া দিয়েছ, বাধ্য থেকেছো। আমাদের খ্রিস্ট বিশ্বাস যেন দৃঢ় হয়, ঐশ পরিকল্পনা গ্রহণ, বরণ ও পালন করতে যেন সচেষ্ট থাকি তোমার কাছে এই যাচ্না করি।

** হে মহান সাধু যোসেফ...*

৭) নম্র সাধু বিনীত যোসেফ : বিনীত হে সাধু যোসেফ তুমি ছিলে ঈশ্বরের বাধ্য, নম্র বিনীত সেবক। আদেশ যতই দুঃসাধ্য, কঠিন ও চ্যালেনঞ্জিং ছিলনা কেন তা পালনে নিষ্ঠাবান ছিলে তুমি। আমরা তোমার এ গুণের প্রশংসা গান করি। আমরা যেন জীবন পথে চলতে গিয়ে ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা নিয়ে অহংকার না করি বরং নম্র বিনীত হয়ে সমাজে সেবাদান করতে পারি, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি।

** হে মহান সাধু যোসেফ.....*

৮) হে নীরব ন্যায়বান কর্মী সাধু যোসেফ: পবিত্র বাইবেলে তোমার কোন কথা,উক্তি উপদেশ ছিলনা হে মহা পুরুষ সাধু যোসেফ। কিন্তু তোমার সকল কাজে তুমি ছিলে ন্যায়বান। আশীর্বাদ কর আমরা যেন কথা কম বলি, কাজ বেশী করি এবং জীবন সাক্ষ্য দান করে সুখী, সুন্দর, আদর্শ পরিবার গড়ে তুলি।

* হে মহান সাধু যোসেফ ...

৯) পুণ্যময় মণ্ডলীর রক্ষক : হে সাধু যোসেফ, ঈশ্বর তোমাকে মণ্ডলীর রক্ষকও প্রতিপালকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ভার দিয়েছিলেন। 'তুমি পুণ্যময় মণ্ডলীর সংরক্ষক' পোপ নবম পিউস ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ ৮ ডিসেম্বর ঘোষণাটি মণ্ডলীতে প্রদান করেছিলেন। তোমার স্বর্গীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে খ্রিস্টের মণ্ডলীকে তুমি বিপদ থেকে সুরক্ষা ও বিপদ প্রতিরোধ করে যাচ্ছো। আমরা যেন মণ্ডলী কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মণ্ডলীর শিক্ষাকে শ্রদ্ধার সাথে পালন করতে পারি-এমন শিক্ষা আমাদের দান কর।

** হে মহান সাধু যোসেফ.*

এসো আমরা প্রার্থনা করি:

হে প্রেমময় পিতা, সাধু যোসেফের পার্বন দিনে তুমি আমাদের সকলের আশীসধন্য কর, আমরা যেন তার সকল গুণাবলী ধ্যান করে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অনুকরণ ও অনুশীলন করতে পারি। আমরা এই প্রার্থনা করি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে -আমেন।

গান গীতাবলী থেকে পছন্দমতো ॥

করোনা বাস্তবতায় সাধু যোসেফ-বর্ষে “রোগীদের আশা” সাধু যোসেফ

ফাদার সুশীল লুইস

(গত সংখ্যায় প্রকাশের পর)

ফ্রান্সের এক কাহিনী এরূপ পাওয়া যায়। সাধু যোসেফের এক তীর্থস্থানের কাছে কোন এক জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কাটার সময় কুড়াল দিয়ে ৭ বছরের এক বালকের হাতের তর্জনী মারাত্মভাবে কেটে যায়। তখন ডাক্তার তাকে বলেন: তার হাত কেটে ফেলতে হবে, তারপরও তিনি সেই বালকের যথাসাধ্য চিকিৎসাও করেন। অন্যদিকে সেই বালকের মা কাছের তীর্থস্থানে সাধু যোসেফের কাছে গভীরভাবে প্রার্থনা করে। সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় কিছুদিন পরে সেই বালক সুস্থ হয়, তার আঙ্গুল চমৎকারভাবে জোড়া লাগে। সেই মায়ের অন্তরে এক আন্তরিক আশা ছিল যে, সে বালক একদিন যাজক হবে। সাধু যোসেফ মায়ের দ্বিতীয় প্রার্থনাও শোনেন। কিছু বছর পরে সেই বালক যাজক হয়ে একদিন সাধু যোসেফের সেই তীর্থস্থানেই “রোগীদের আশা” সাধু যোসেফের নামে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন।

আমাদের নিজেদের সচেতনভাবে স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে- তাহলে বিভিন্ন রোগ দূরে থাকবে। অন্যদিকে মানুষদের কাজ করতে হবে আর এভাবেই মানুষ সুস্থ থাকতে পারে। পিতামাতাগণও স্বাস্থ্য বিষয়ে সতর্ক ও দায়িত্বশীল থাকবেন। নিয়মিত, পরিমিত, সুষম খাদ্যের পাশাপাশি মুক্ত বাতাস, রুচিশীল বস্ত্র পরিধান, শান্ত, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবনও স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন কথায় বলে ঔষধের চেয়ে পথ্য ভাল। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা দরকার। অক্ষয় কুমার দত্ত একটি কথা লিখেছেন: “স্বাস্থ্যবান দেহ আত্মার থাকার জন্য পরিপাটি অতিথিশালা স্বরূপ আর রুগ্ন দেহ আত্মার থাকার জন্য কারাগার স্বরূপ।” স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মানুষকে সুখী থাকতে হবে। ঢাকার একটি প্রবাদে বলে: “শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়; অভ্যাসে সকল সয়, অনভ্যাসে নয়।”

বাইবেলে পুরাতন নিয়মে পাওয়া যায়; ভাববাদী এলিশার মাধ্যমে সিরিয়ার সেনাপতি নামান সুস্থ্যতা লাভ করেন। ভাববাদী এলিয়ের মাধ্যমে বিধবার মৃত সন্তান জীবন লাভ করে। যিশু নিজেও বিশ্বাসীদের ঘিরে শিষ্যদের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা দিয়ে বলেছেন: “তারা রোগীদের ওপর হাত রাখলেই রোগীরা ভাল হয়ে ওঠবে” *(মার্ক ১৬: ১৭-১৮)*। শিষ্যগণ বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে অনেকের সুস্থতা এনে দিয়েছেন। সাধু পলের রুমাল ও কটি বন্ধনী রোগীদের উপর রাখা হলে তারা সুস্থ হতো। প্রথম যুগের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের অন্তরে প্রেরিত শিষ্যদের প্রতি এত বিশ্বাস ছিল যে, “লোকেরা অসুস্থ মানুষদের রাস্তার ধারে বয়ে নিয়ে এসে খাটিয়ায় বা বিছানায় শুইয়ে রাখতে লাগল, যাতে পিতর যখন সেখান দিয়ে যাবেন, তাঁর ছায়াও অন্তত তাদের কারও না কারও গায়ে যেন পড়ে এবং এরা সবাই সেরে উঠেছে” *(শিষ্যচরিত ৫:১৫-১৬)*।

সাধুদের ভক্তির প্রকাশরূপে তাদের নানা প্রতিকৃতি আমাদের সম্মান করতে শিক্ষা দেয়া হয় কারণ এগুলিকে শ্রদ্ধা ক’রে সাধুদেরই শ্রদ্ধা করা হয়। আমরা তখনই ভুল করতে পারি যখন আমরা মনে করি যে, ঐ জড় বস্তুগুলি জাগ্রত এবং বিশেষ শক্তিসম্পন্ন। ঐ বস্তুগুলি দর্শন ও স্পর্শের মাধ্যমে আসল উপাস্য সাধুদের কাছ থেকে যে আশীর্বাদ পাওয়া সম্ভব, তাদের কাছে আমরা তা নিবেদন করি।

মণ্ডলী প্রাথমিক যুগ থেকে নানাভাবে সাধু-সাধ্বীদের সম্মান করে আসছে। কারণ তারা পৃথিবীতে থাকতে অত্যন্ত পবিত্র জীবন যাপন করতেন। সাধুদের পবিত্রতা ও শক্তির উৎস ঈশ্বর, তাই তারা সম্মানিত হলে ঈশ্বরই সম্মানিত হন। আমরা সাধুদের পূজা করি না, কিন্তু তাদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করি। তার প্রতিদানে তারা আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। আর এভাবেই আমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকি। ঐশ দয়া লাভের জন্য আমরা যেভাবে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করি, সাধু সাধ্বীদের কাছে তেমনভাবে করি না। তারা ঈশ্বরের প্রিয়জন। তাদের সম্মান করে আমরা ঈশ্বরকে সম্মান করি। আমরা তাদের অনুরোধ করি যেন তারা আমাদের হয়ে ঈশ্বরের কাছে অনুনয় করেন। দয়াময় ঈশ্বর তো আমাদের সব কথা জানেন। তবুও আমাদের নিজেদের অযোগ্যতার জন্য আমরা সরাসরি ঈশ্বরের নিকট অনুরোধ করতে দ্বিধা করি; তাই তার প্রিয় ভক্তদের মাধ্যমে তার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করি। তাদের পর্ব পালন করতে করতে আমরা উপলব্ধি করি তাদের মধ্যে যিশুর প্রেম ও প্রেরণা মানব সেবায় তা বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

ঈশ্বর নিজেই অপরাধীকে সাধু পুরুষদের সুপারিশ গ্রহণ করতে বলেছেন। তারা পরের হয়ে প্রার্থনা নিবেদন করেন। একটি উদাহরণ ব্যবহার করছি: “তোমরা আমার দাস যোবের কাছে গিয়ে তোমাদের কল্যাণে আহুতি দাও; আর আমার দাস যোব তোমাদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করবে, যেন তার খাতিরে আমি তোমাদের নির্বুদ্ধিতার শাস্তি না দিই; কেননা আমার দাস যোব আমার বিষয়ে যেমন যথার্থ কথা বলেছে, তোমরা সেই মত কথা বলনি ” *(জোব ৪২:৮)*।

আমরাও সাধু যোসেফকে সম্মান করতে প্রার্থনাসহ বিভিন্ন কিছু করতে পারি। যেমন: ‘সাধু যোসেফের স্তব’ (যোসেফের স্তব কি? নানা গৌরবময় উপাধি আরোপ করে যোসেফের গুণকীর্তন করে তাঁর সাহায্যে প্রার্থনা করাকে ‘যোসেফের স্তব’ বা লিতানী’ বলে। এতে সর্ব প্রথম ঈশ্বরের দয়া ভিক্ষা করা হয়, পরে যোসেফকে সম্বোধন করে তাঁকে আমাদের জন্য ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করতে অনুরোধ করা হয়), ‘প্রণাম যোসেফ’, “সাধু যোসেফের নিকট আত্মোৎসর্গ”, ‘নভেনা’, ‘তীর্থযাত্রা’, নির্জন ধ্যান, পাপস্বীকার, উপবাস, ত্যাগস্বীকার, ‘যোসেফের নিকট বিভিন্ন প্রার্থনা’, যোসেফের সম্মনার্থ খ্রিস্টযাগ, তাঁর স্মৃতিচারণ, ‘কোন উৎসব-পর্ব পালন’ প্রভৃতি দ্বারা আমরা সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তি-সম্মান প্রদর্শন করি এবং তাঁর আনুকূল্য প্রার্থনা করি। সাধু যোসেফের পদক ধারণ ক’রে এবং তার স্মরণে ও সম্মানে কোন উপাসনায় যোগদান করে তাঁকে ভক্তি দেখাতে পারি। পরিবারে ভক্তিসহ সাধু যোসেফের মূর্তি বা ছবি রাখা, তা ছাড়া যোসেফের মূর্তিসহ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ ক’রে আমরা তাঁকে ভক্তি দেখাতে পারি। এভাবেই আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকি। সাধু ইসিদোরের কথা: “আমার মনে হয় যে, কুমারী মারীয়ার পর সাধু যোসেফের মধ্যস্থতার মত ঈশ্বরের নিকটে আর কোনও সাধু সাধ্বীর মধ্যস্থতা তেমন কার্যকরী হয় না।”আর তিনি ঈশ্বরকে সামনা-সামনি দেখতে পানে। তিনি ঈশ্বরের প্রেমের পাত্র বলে আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর তার অনুনয় অগ্রাহ্য করেন না।

সাধুগণ যিশুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরস্পরকে ভালবাসে ও সাহায্য করে। সাধুগণ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে গৌরবে ও পরমানন্দে স্বর্গে বাস করেন। বর্তমান বাস্তবতায় নিরাশ না হয়ে নিজেদের সকল কর্তব্য পালন ক’রে অন্তরে গভীর বিশ্বাস ও নম্রতায়, “তোমরা চাও, তোমাদের দেওয়া হবে” *(লুক ১১:৯)* যিশুর এ কথামত সাধু যোসেফের এ বর্ষে বিশেষভাবে তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভরশীলতায় অনেক প্রার্থনা করি, সন্তান-সুলভ অটল বিশ্বাসে সব কিছু তাঁর কাছে রাখি। প্রভু তাঁর নিজের সময়ে আমাদের প্রার্থনা শুনে তাঁর ইচ্ছামত সেসবের উত্তম উত্তর দিবেন। প্রবক্তা ইসাইয়ার কথা এভাবে পূর্ণ হতে পারে: তিনি আমাদের অসুস্থতা তুলে বহন করলেন; বরণ ক’রে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি” *(ইসাইয়া ৫৩:৪)*। যিশু মুক্তিদাতা হিসাবে মানুষের মুক্তিকর্ম সাধনের পাশাপাশি বর্তমানেও সকলকে নিরাময় ক’রে নিজেকে নিরাময়কারী বলেও প্রকাশ করবেন॥

(সমাপ্ত)

সময়ের দাবী : চলমান পরিবর্তন গ্রহণ এবং পরিবর্তিত জীবন আলিঙ্গন করা

ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি

প্রারম্ভিক কথা

করোনার প্রবাহ, আক্রমণ ও সংক্রমণে সৃষ্ট মানব সমাজের বর্তমান অবস্থাটা একদম 'অস্বাভাবিক' (Abnormal)। মজার বিষয় হলো; মানুষ অনেক ভেবে চিন্তে এই অবস্থাটির নামকরণ করেছে 'নতুন স্বাভাবিক' (New Normal) জীবন। এ নতুন অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতাকে এড়িয়ে চলার যেমন কোন উপায় নেই, আবার যাপিত জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য সৃষ্ট নতুন স্বাভাবিক ধারা গ্রহণ না করে চলারও কোন বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে; বুদ্ধিমানের কাজ হলো; চিকিৎসা বিজ্ঞানের আপ্রাণ চেষ্টার পাশাপাশি এবং এর সফলতার চূড়ান্ত ফলাফল না পাওয়া অবধি, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের গতিময়তা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে নতুন স্বাভাবিকতাকে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে মেনে নিতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে জীবনকে নতুন স্বাভাবিকতায় নবরূপে সাজিয়ে নেওয়াই (Response to the New Normal) উত্তম। এমতাবস্থায় এ গ্রহে নিরাপদে বসবাস করতে হলে, অবস্থাটি ভালোমতো অনুধাবন করে, বাস্তবতার নিরিখে করণীয় ও বর্জনীয় চিহ্নিত করে, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তো অবশ্যই, বিশেষত দিকভ্রান্ত, হতাশানিরাশায় নিমজ্জিত বাড়ন্ত নতুন প্রজন্মকে একটা বাস্তবোপযোগী এবং অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর পরিবেশ রচনা করে দেওয়া বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিভাবকদের কাছে সময়ের অন্যতম প্রধান দাবী। পরিবর্তিত বাস্তবতা হোক মানব/দানব সৃষ্ট কারণে বা প্রাকৃতিক কারণে কিংবা প্রকৃতিকে অতি ব্যবহার বা অপব্যবহারে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়ায়, করোনার আবির্ভাব, বিস্তার-বিচরণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানব জীবনের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি, সুর-ছন্দ, নিরাপত্তা-শান্তি, জীবনের সুরক্ষা-নিশ্চয়তায় চরম ভাটা পড়েছে। টিকে থ াকার তাগিদে এবং পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে মানব জাতি বাধ্য হয়েই আবিষ্কার করে নিয়েছে জীবনের বিধি-বিধান। মানব জীবেনের কোন্ অঙ্গনে পরিবর্তন আসেনি? যদি বলি- চলাচলের ধরণে, খাদ্যাভ্যাসে, স্বাস্থ্যবিধিতে, সামাজিক মেলামেশায়, অভ্যন্তরীণ কিংবা আন্তর্জাতিক ভ্রমণ-পরিভ্রমণে, মানসিকতা-অনুভূতিতে, মানবিকতা-ভালোবাসায়, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতা চর্চায় সকল অঙ্গণে এসেছে পরিবর্তন। মোদ্দা কথা; প্রকৃতি-পরিবেশ তথা মানব জীবনের ওপর প্রায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে কোভিড-১৯ এবং এর নিষ্ঠুর ভয়াবহতা। ঘরের শিশু-কিশোর ও যুবাদের মন খারাপ!

পরিবর্তিত এই কোণঠাসা পরিস্থিতিতে বাড়ন্ত শিশু-কিশোর ও যুবাদের মন খারাপের কথাটি সুযোগ হলে সবাই হতাশার সাথে প্রকাশ করে থাকেন। সন্তানের জীবন থেকে উচ্ছলতা হারিয়ে পিতা-মাতাগণও দুশ্চিন্তায় ভুগছেন নিয়ত। এই বাড়ন্ত বয়সের সন্তানদের জীবনে করোনা সরাসরি উল্লেখযোগ্য আক্রমণ-সংক্রমণ বা ক্ষতি সাধন করতে না পারলেও সার্বিকভাবে কেড়ে নিয়েছে তাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পরিবেশ, জীবন গঠনের অপরাপর উপাদান সমূহ; জীবনের স্বাধীনতা, বেড়ে উঠার জন্য সামাজিক সহযাত্রী ও তাদের মিথস্ক্রিয়া, শরীর ও মনের জন্য উন্মুক্ত বিচরণ-কসরত-খেলাধূলা, প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে এদের বেড়ে ওঠার স্বাভাবিকতা।

ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছেয় হোক তারা ইন্টারনেটের ব্যবহার, অতিব্যবহার, অপব্যবহারের অপবাদের যেমন স্বীকার, ঠিক তেমনি আবার কেউ কেউ ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইসের আসক্তিরও শিকার। অনলাইন ক্লাস, অনলাইন অ্যাসাইনমেন্ট, পরীক্ষা, এসবে তারাও ত্যক্ত-বিরক্ত-ক্লান্ত। অন্যদিকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, দায়িত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের নানা রকম সিদ্ধান্তহীনতা ও দায়িত্বহীন কথাবার্তা, আচরণ ও কর্মকাণ্ড, পড়ালেখার কী হবে সেই সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক অনটন এবং তা থেকে উদ্ভূত পারিবারিক কলহ, অশান্তি, সম্পর্কের অবনতি, কোথাও কোথাও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে এ বয়সের সন্তানদের অনেকেই নাকাল হয়ে গেছে। অনেকে মনে করে, বাড়ি/বাসা থেকে বের হয়ে গেলে বোধ হয় শান্তিতে থাকা যেতো, কিন্তু উপায় যে নেই। আর এ কারণেই তাদের আরো বেশি মন খারাপ!

মোকাবেলায় পরিবর্তিত কর্মসূচি

মানব জীবনে উদ্ভূত নানা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও করোনায় সৃষ্ট নিষ্ঠুর বাস্তবতা সর্বজনিত যা এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। উদ্ভূত পরিস্থিতি অযাচিত হলেও এটাই বাস্তবতা, যা ঘটছে এটাই সত্য, এবং এই পরিস্থিতি জীবনের যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির রচনা করেছে, নিরাময় ও সুরক্ষার জন্য যে বিধি-বিধান বা নিষেধের অবতারণা হয়েছে তাও সত্য ও বাস্তব। এই পরিস্থিতি থেকে কবে বিশ্ববাসী মুক্তি পাবে তাও অনিশ্চিত। এ সব বিষয় মন থেকে গ্রহণ করে নেওয়া আমাদের ছোটো-বড়ো সকলের বুদ্ধিমত্তার কাজ ও সময়ের দাবিও বটে। এই পরিস্থিতির জন্য নানা কারণে নানা জনকে, গোষ্ঠীকে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অভিযুক্ত করতে করতে নিজ জীবনের সুখ-শান্তি ও সুখকর পরিবেশ নষ্ট করা নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় বহন করবে।

একদিকে প্রকৃতি ও পরিবেশ যেমন আমাদের জীবনকে নিমেষেই পরিবর্তন করে দিতে পারে, অন্যদিকে এ ধরণের অযাচিত পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য, সৃষ্টির সেরা জীব মানুষই পারে জীবনের প্রয়োজনে অনেক কিছু বদলে দিতে ও বদলে নিতে। এ বদলে দোষ নেই, এ বদলে দুর্বলতা নেই, এ বদলে অপমানের কিছু নেই। বরং; অবহেলাতে, গাফিলতিতে, বিলম্বে প্রচুর ক্ষতি ছাড়া অন্য কোন অর্জন নেই। যারাই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিজেকে পরিবর্তিত জীবনে অভ্যস্ত করতে নিমরাজি কিংবা অবহেলা জনিত কারণে বিলম্বিত হয়

তারা ক্ষতির স্বীকার হচ্ছেন বা তাদের কারণে অন্যেরাও ক্ষতির স্বীকার হচ্ছেন। যে কোনো ক্ষতির কারণ মূলত তারাই।

সেই পরিবার ও পরিমণ্ডলের বিষয়ে আজকের ভাবনা যেখানে শিশু-কিশোর ও যুবারা রয়েছে। যেখানে তাদের সমন্বিত-গঠন ও বৃদ্ধির বিষয়টি জাগ্রত রয়েছে, যেখানে নানা হতাশা-নিরাশার কালো মেঘ তাদের আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে, যেখানে পিতা-মাতা অনেকাংশে নিরুপায় বোধ করছেন তাদের নিয়ে। এই পরিস্থিতিতে সন্তানের জীবনে স্বাভাবিকতা ধরে রাখতে অবশ্যই পরিবর্তিত ও যুগোপযোগী কিছু পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তা দ্রুত বাস্তবায়ন অতীব জরুরি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়; সন্তানের প্রতি পিতামাতার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি ও প্রদর্শন, সাহস-সমর্থন ও উৎসাহ যোগানো, হতাশা নিরাশা-সমালোচনা ও কুৎসা জাতীয় আলোচনা বর্জন করে আশার কথা বলা, তার মধ্যে থাকা সুপ্ত প্রতিভাগুলো চিহ্নিত করতে বা আবিষ্কার করতে সাহায্য করা এবং তা চর্চা ও বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক সহায়তা দান, সৃজনশীল কাজে উৎসাহ প্রদান, গৃহস্থালী কাজে অংশগ্রহণ করানো, পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশী করা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া, কখনো কখনো তার বয়সে নেমে এসে হাসি-তামাশায় যোগ দেওয়া এবং তাদের বয়স ও মনোপোযোগী খেলাধুলা ও বিনোদনে শরিক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলো সহনীয় ও ইতিবাচক দৃষ্টিতে, ভাষায় ও আচরণে হওয়াও দরকার। কোনটা করা উচিত, কেন উচিত, কেন উচিত নয় বুঝিয়ে বলা, মোবাইল বা অন্য কোন ইলেক্ট্রিনিক্স ডিভাইস ব্যবহারে বিশ্বস্ততা-জবাবদিহিতা ও খোলামেলা পরিবেশ তৈরি করতে হবে। কোনো কোনো বিষয়ে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া যেন নিজের খুশিমত কিছু করে আনন্দ পায়। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো সম্ভাব্য সকল সময়ে, সকল কাজে তার ওপর সর্তক নজর রাখা অত্যন্ত জরুরি।

করোনাকালে সন্তানের সাথে ১০টি নিত্যাচার (প্রস্তাবিত)

• আপনার সন্তাদের জন্য আপনার ঘরটিকে প্রতিদিন আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তুলুন যেন সে ঘরটাকে বিরক্তিকর স্থান হিসেবে অনুভব না করে। প্রতিদিন তাকে জিজ্ঞেস করুন 'তুমি কেমন আছো, কেমন কেটেছে তোমার সারাদিন, আজকের দিনে কি ভালো/মজার বিষয় ঘটেছে' ইত্যাদি।

• আপনার সন্তানকে অতি মাত্রায় আহ্লাদ বা প্রয়োজনের চেয়ে কম ভালোবাসার নজির সৃষ্টি করবেন না।

তাহলে সে মনে মনে প্রশ্রয় পাবে অথবা ভালোবাসা থেকে বঞ্চনার অনুভূতিতে ক্রোধ ধারণ করে রাখবে।

• যেকোনো বিষয় এবং তার ওপর আলোচনার গভীরে প্রবেশ করার পরিবেশ সৃষ্টি করুন; যেন আপনার সন্তানের জীবনে চিন্তার গভীরতা ও প্রকাশের সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়।

• সন্তানের সামনে অতিরিক্ত নেতিবাচক আলোচনা-সমালোচনা বর্জন করুন, হতাশায় আশার কথা, রোগে সেবা ও উপশমের কথা, কষ্ট-শোকে সান্ত্বনা ও ভালোবাসার কথা বলুন যেন সে নিজেও ধীরে-ধীরে ইতিবাচক জীবন রচনা করতে শেখে।

• পরিবারের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনের কথা আড়াল না করে তার সাথে সহভাগিতা করুন যেন সেও আপনার বাস্তবতা বুঝে বিচক্ষণ আচরণ করতে শিখতে পারে।

• তাকে বার বার বুঝতে সহায়তা করুন জীবন যুদ্ধ এত সহজ নয়, টিকে থাকার লড়াইয়ে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হলে, প্রতিদিনের প্রতিটি সময় যত্নসহকারে এবং পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে হয়;

শেষে সে যেন নিজের জন্য দৈনিক পরিকল্পনা তৈরি করতে ও প্রতিটি দিন-ক্ষণ অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। তাকে আরো বলুন, সে হয়তো সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে, হয়তো অটো-প্রমোশন পাবে, হয়তো কোথাও কোথাও কোন কিছু না করেও প্রমোশন পাবে; কিন্তু বাদ পড়ে যাওয়া বা বাদ দিয়ে রাখা বিষয় জ্ঞানের ঘাটতি সারা জীবন থেকেই যাবে; হারিয়ে যাওয়া সময় আর কখনো ফিরে আসবে না।

• আপনার সমস্ত কাজের পাশাপাশি সন্তানের জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সময় দিন, কারণ করোনা কালে সে তার সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক সহ-যাত্রীদের মিথস্ক্রিয়া থেকে বঞ্চিত, শিক্ষকদের আদর মাখা শাসন, আদেশ, উপদেশ ও নির্দেশ হতেও বঞ্চিত।

• আপনার ধন-সম্পদ, অর্জন-সঞ্চয় সবই সন্তানের জন্য। তবুও তার জন্য কিছু কিছু বিষয়ে অভাব তৈরি করে রাখুন; সে যেন প্রয়োজনের তাগিদ অনুভব করতে শেখে এবং অভাব পূরণের পথ খুঁজতে ও সমস্যার সমাধান নিজেই দিতে শেখে।

• কম্পিউটার, মোবাইল বা যে কোন ডিভাইস বর্তমানে তার পড়ালেখার মাধ্যম হলেও এর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করুন যেন দিনে দিনে সে এর ওপর নির্ভরশীল (আসক্ত) হয়ে না পড়ে। অন্যথায় সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে অনেক মাশুল গুণতে হতে পারে।

• নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস মতে পারিবারিক আধ্যাত্মিকতা চর্চার পরিবেশ নিশ্চিত করুন, আপনি নিজে তার উদাহরণ হোন; সে যেন নৈতিকতায় সবল, সামাজিক দায়বোধে নিবেদিত, ধর্মীয় অনুশাসনে প্রশ্নাতীত হতে শেখে।

পরিশেষে

যে পরিবর্তন ঘটে গেছে বা ঘটেই চলছে সেটা ঠেকানোর কোনো উপায় আপনার, আমার নেই। আসল সত্যটা হলো পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটবে। টিকে থাকার জন্য আমাদের দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। এই চলমান পরিবর্তিত জীবন বাস্তবতায় নিজের জন্য জীবন-যাপনের কৌশল পরিবর্তন করে, যথা সময়ে যথা সম্ভব সম্ভাব্য অর্জনটুকু নিশ্চায়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। বিশেষত আমাদের ঘরের বাড়ন্ত সন্তানদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতেই হবে, যেন; পরিস্থিতির কারণে ও আমাদের সামান্যতম অবহেলার কারণে সন্তানের ক্ষতিটা খুব বেশি হয়ে না যায়। সত্যিই দুর্ভাগা সেই শিশু-কিশোর ও যুবারা; সুযোগ থাকতেও যাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যুযোপযোগী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে অনাগ্রহী ও নীরব ভূমিকা পালন করছেন। অথবা যাদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের পরেও অভিভাবকের নির্লিপ্ততার কারণে তারা সেই সকল সুযোগ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আমার জানা নেই তাদের সেই সমূহ ক্ষতির জবাব কে দিবে? এই অপূরণীয় ক্ষতি কে, কবে, কীভাবে পুষিয়ে দিবে? ইন্টারনেটের সার্থক ব্যবহার তাদের বর্তমান ক্ষতি কাটিয়ে নব-সৃজনশীল জগতে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে বড়োদের আগে এর ইতিবাচক ব্যবহার ও নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতেই হবে॥

নারায়ণগঞ্জের অগ্নিকাণ্ড এবং পদদলিত মানবতা

স্বপন রোজারিও (মাইকেল)

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি খাদ্য প্রস্তুতকারী কারাখানা হাসেম ফুডস লিমিটেড। জুস, ক্যান্ডি, বিস্কুট, লাচ্ছা সেমাইসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য তৈরি হতো এই কারখানায়। গত বৃহস্পতিবার *(৮ জুলাই '২১)* এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এই কারখানায়। এতে ৫২জন শ্রমিক পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়। আর পদদলিত হয় মানবতা। অনেক শ্রমিকের চেহারা আগুনে পুড়ে বিকৃত হয়ে গলে যায়। ফলে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের পরিচয় সনাক্ত করতে হচ্ছে। বহু শ্রমিক এখনও নিখোঁজ রয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক দিয়ে চালানো হত এই কারখানাটি।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল কারখানা ভবনের চারতলায় ছাদে ওঠার সিঁড়ির মুখের দরজাটিসহ বিভিন্ন ফটক তালা বন্ধ থাকার কারণে অনেক মানুষ ছাদে উঠে বা রুম থেকে বের হয়ে প্রাণরক্ষা করতে পারেননি। কেন এই অবহেলা?

শ্রমিকদের মৃত্যুতে মালিকপক্ষ, জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু টাকা প্রদান করেন। এটা আগেও দেখেছি। কিন্তু মানুষ কি আর ফিরে পাওয়া যায়? মানুষের জীবনের মূল্য কি টাকা দিয়ে পরিমাপ করা যায়? মৃত্যুর পর ক্ষতিপূরণ না দিয়ে সেই টাকা দিয়ে ক্ষতি যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করলে কতই না ভালো হয়।

এই কারখানায় বিভিন্ন কেমিক্যাল, প্লাষ্টিক, কাগজসহ অনেক দাহ্য পদার্থ ছিলো বলে বিশেষজ্ঞগণ জানিয়েছেন। ফলে আগুণের তীব্রতা অনেক বেশি ছিলো এবং ফলশ্রুতিকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বেশি হয়েছে। তাছাড়া এই কারখানায় উৎপাদন থেকে শুরু করে লেবেলিংসহ বাজারজাতকরণের পূর্ব পর্যন্ত সব ধরনের কাজ করা হত। একই জায়গায় বহুবিধ কাজ করার ফলে আগুন ধরার ও ক্ষতির সম্ভাবনাটাও প্রকট হয়েছে।

ঐ কারখানায় অনেক শিশু শ্রমিক ছিলো বলে খবরে প্রকাশ করা হয়েছে। দেশে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ থাকার পরেও কিভাবে সেখানে শিশু শ্রমিক কাজ করেছে তা দেখার বিষয় রয়েছে।

অন্যান্যবারের মত এই অগ্নিকাণ্ডের জন্যও তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি বিভিন্ন সুপারিশসমূহসহ প্রতিবেদন দিবে। পূর্বের তদন্ত কমিটিগুলোও ঠিক একইভাবে সুপারিশমালা দিয়েছিলো। কিন্তু এর বাস্তবায়ন তেমন একটা হয়নি বলে আমাদের দেশে অগ্নিকাণ্ডের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানুষ মারা যাচ্ছে অবাধে। একটি তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশমালাও যদি বাস্তবায়িত হতো তবে বাংলাদেশে অগ্নিকাণ্ড উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতো।

এখানে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া কিছু ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের উল্লেখ করছি। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পুরান ঢাকার চকবাজারের অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা ৭০ জন। বনানী এফআর টাওয়ারে (ফারুক রূপায়ণ টাওয়ার) ২০১৯ খ্রিস্টের ২৮ মার্চ অগ্নিকাণ্ডের ২৬ জনের মৃত্যু হয় এবং ৭০ জন আহত হন। ২০১৭ খ্রিস্টের ৪ জুলাই গাজীপুরে একটি পোশাক কারখানার পেছনে বয়লার বিস্ফোরণে ১৩জন মানুষ প্রাণ হারান। টঙ্গীতে একটি সিগারেট তৈরির কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডর ঘটনায় ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর প্রাণ হারান ৩১জন। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর আশুলিয়ার তাজরিন ফ্যাশন ফ্যাক্টরির ৯ তলা ভবনে আগুন লেগে প্রাণ হারান ১১২ জন। ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন ঢাকার নিমতলীতে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারান ১২৪ জন। অগ্নিকাণ্ড ছাড়াও ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল সাভারে পোশাক কারখানা রানা পাজার ৯তলা ভবনটি বিধ্বস্ত হয়ে প্রাণ হারান ১১শ'রও বেশি মানুষ, আহত হন অন্তত ২ হাজার।

অগ্নিকাণ্ড রোধে করণীয়

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। অগ্নিকাণ্ড রোধে করণীয়:

১. দাহ্য বস্তু ঘরে/কারখানায় না রাখা।

২. ঘরের/কারখানার ইলেকট্রিক লাইন নিয়মিত পরীক্ষা করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. ঘরে/কারখানায় ফায়ার এক্সটিংগুইসার রাখা ও তা ব্যবহারকারীদের ট্রেনিং দেয়া।

৪. ঘর/কারখানা নির্মাণের সময় তা অগ্নিনিরোধক কি না তা পরীক্ষা করা।

৫. বিকল্প সিড়ির ব্যবস্থা রাখা।

৬. ঘর/কারখানার সিঁড়ি প্রসস্ত রাখা।

৭. ঘর/কারখানার চুল্লি নিয়মিত পরীক্ষা করা।

৮. আগুন লেগে গেলে তা যেন ছড়াতে না পারে তার জন্য দরজা জানালা বন্ধ রাখা।

৯. ঘর/কারখানার সিগারেট না খাওয়া।

১০. বাচ্চাদের আগুন দিয়ে খেলতে না দেয়া।

১১. 'চুলার উপরে কাপড় না শুকানো।

১২, কোয়ালিটি সম্পন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা।

এভাবে আর কত মানুষ মারা যাবে? এ বিষয়গুলো দেখভাল করার দায়িত্ব যাদের তারা কোথায়? যাদের দায়িত্বে অবহেলার জন্য এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে তাদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে। তা না হলে মানবতা এভাবে পদদলিত হবে অনাদিকাল, এই বাংলাদেশে॥

স্মৃতিতে অম্লান রবে তুমি; প্রিয় ফাদার আলফ্রেড গমেজ

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা গেয়ে থাকি, "অনেক কথা যাও যে বলে কোন কথা না বলে" আর শ্রদ্ধেয় ফাদার আলফ্রেডের ক্ষেত্রে বল যায় যে, অনেক কাজ গিয়েছ করে কোন কথা না বলে। আমরা বলতে পারি যে সাধু যোসেফের মতো ফাদার আলফ্রেড গমেজ অনেক সুন্দর যাজকীয় সেবা দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এখন তিনি আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তার স্মৃতিগুলো খুব মনে পড়ছে। ফাদারকে আমি গুরু বলে থাকতাম। বেশ কয়েকজন যুব ফাদারগণও তাকে গুরুজি বলে থাকতো। তিনি যুবক ফাদারদেরকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন এবং আদর করতেন। কেউ কোন সমস্যায় পড়লে তাকে তিনি সুন্দর পরামর্শ দিতেন। মণ্ডলী ও মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের প্রতি তিনি ছিলেন সদা শ্রদ্ধাশীল ও বাধ্য।

একজন প্রার্থনাশীল যাজক: ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখ কুমিল্লা ধর্মপল্লীতে ফাদারের সাথে প্রথম পরিচয় হয়। তখন আমি সেমিনারীয়ান। আমি ১ মাসের পালকীয় অভিজ্ঞতার জন্য তার কাছে যাই। তিনি আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন। পরের দিন ১৭ তারিখ তিনি আমাকে ১৭ দিনের জন্য সাহেবগঞ্জ উপকেন্দ্র নিয়ে যান। তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই যাওয়ার আগে কিংবা খাবারের পূর্বে প্রার্থনা শুরু করে দিতেন। তাকে দেখতাম নিয়মিতভাবে মীসা দেওয়া ও বিশ্বস্তভাবে ব্রিবিয়ারী এবং অন্যান্য প্রার্থনা করতে। তিনি আমাকে

একজন স্বল্পভাষী নিরব কর্মী: ফাদার অল্প কথা বলতেন কিন্তু নিরবে কাজ করে গেছেন। তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণকাজগুলো নিরবে নিভৃতে করে গেছেন। তাকে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে দেখিনি। তিনি ছিলেন একজন শান্তি প্রিয় মানুষ। তিনি কারো সাথে দ্বন্দ্বে যেতেন না তবে ন্যায্য কথা তিনি স্পষ্ট ও অল্প কথায় বুঝিয়ে বলতেন।

রোগীদের প্রতি তার ভালোবাসা ও যত্ন: ২০১১ খ্রিস্টাব্দে নাগরী ধর্মপল্লীতে ফাদার আলফ্রেডকে দেখিছি রোগীদের প্রতি তার বিশেষ ভালোবাসা ও যত্ন। সেই সময় নাগরীতে ৮৫ জন রোগী ছিল। তিনি প্রতি মাসে ১৫ তারিখের মধ্যে রোগীদের খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ সম্পন্ন করতেন। তিনি রাস্তায় মানুষের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট না হোন্ডায় করে তিনি ছুটে যেতেন রোগীর কাছে। তিনি সেখানে তাড়াহুড়ো করতেন না বরং তাদের কাছে বসে তাদের দুঃখের কথা শুনতেন এবং তাদের সান্ত্বনা দিতেন। তিনি আমাদের ধর্মপল্লী রাঙ্গামাটিয়াতে ছিলেন তখন তিনি আমাকেও কিছু রোগীদেরকে খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ করতে উৎসাহিত করেছেন। রোগীদের প্রতি তার এতো ভালোবাসা ছিল যে, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তাকে কেওয়াচালা ধর্মপল্লীতে দায়িত্ব দেওয়ার পরও তিনি সময় বের করে রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীতে রোগীদের কমূনিয়ন দেওয়ার জন্য চলে যেতেন। যিশুর যেমন রোগীদের প্রতি বিশেষ যত্ন ছিল ফাদার আলফ্রেড গমেজও রোগীদের বিশেষ যত্ন নিতেন।

প্রিয় শখ মাছ ধরা: ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে আমি হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে থাকতে তার সাথে শেষ মাছ ধরি। আমি তাকে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ জুলাই মাসের ১৯ তারিখে ফোন দিলাম বান্দুরা সেমিনারীর উল্টোপাশে মি. ডগলাসের পুকুরে বর্শি দিয়ে মাছ ধরার জন্য। তিনি খুব আনন্দ নিয়ে এসেছিলেন। ধৈর্য্য ধরে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত বর্শি নিয়ে বসে ছিলেন কিন্তু কিছুই পাননি। তার প্রিয় শখের জন্য তার ধৈর্য্য দেখে আমি অবাক হলাম। তার সাথে শুলপুর, নাগরী, ভাদুন, হাসনাবাদ, তুমিলিয়াসহ বিভিন্ন জায়গায় বর্শি দিয়ে মাছ ধরেছি। তার এই বিশেষ শখ আমার খুব ভাল লাগতো।

একজন বিশ্বস্ত ও বাধ্য যাজক: যাজকীয় জীবনে তিনি সবর্দা বিশস্ত ও কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্য ছিলেন। তিনি তার নতুন সেবা দায়িত্ব পেলে আমাকে হাসির ছলে বলতেন, আমি হচ্ছি একটা ফুটবল আমাকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে বিশপ লাথি দিতে পারে। যাই হোক নতুন কর্ম দায়িত্ব পেলে সেখানে ভাল না লাগলেও কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতার জন্য কোন অভিযোগ না করে তিনি সেখানে কাজে লেগে যেতেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি বান্দুরা সেমিনারীতে আধ্যাত্মিক পরিচালকের দায়িত্ব পান। কাজটা যে তার ভাল লেগেছে তা নয় তবে আমাকে যেই দায়িত্বই দেন না কেন আমি তা করতে প্রস্তুত আছি। আর আমাকে ঈশ্বর যেখানেই যেতে বলেন আমি সেখানেই যেতে প্রস্তুত আছি।

একজন সহজ-সরল ও পরিশ্রমী যাজক: যিশু তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য পিতর,যাকোব, যোহন অন্যান্যদের বেছে নিয়েছিলেন যাদের বেশির ভাগই ছিল জেলে। আমরা জানি জেলেরা খুবই সাধারণ মানুষ ও সহজ-সরল। অতি সাধারণ ও সহজ সরল বলেই মনে হয় ঈশ্বর তার কাজের জন্য ফাদার আলফ্রেডকে যাজক হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে গারো ভাই-বোনদের সাথে কাজ করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময় তার সহভাগিতায় বলেছেন, তিনি সেখানে কতো পরিশ্রম করেছেন এবং কতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে এসেও তিনি বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে পাল-পুরোহিতের, সহকারী পাল-পুরোহিতের, সেমিনারীর আধ্যাত্মিক পরিচালকের দায়িত্বে থেকে অনেক ত্যাগস্বীকার ও পরিশ্রম করেছেন। তার সেবা কাজ আমাদের জীবনের আদর্শ।

টেনশনমুক্ত একজন ভাল মানুষ: ফাদার তখন দড়িপাড়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত এবং কিছুদিন পর সেখানে যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। আমি ফাদারকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন প্রস্তুতি, তিনি সহজভাবেই বলে দিলেন, এই নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। মিশনে কমিটি বানিয়ে দিয়েছি তারা সব দেখবে। তার কাজ করবে আমার কিসের মাথা ব্যাথা। ফাদারের জীবনে যদি পাহাড়ও ভেঙ্গে পড়ে তবুও তিনি যেন টেনশনমুক্ত একজন মানুষ। তিনি আমাদের এই শিক্ষা দেন যে, আমাদের জীবনে টেনশন করতে হবে না বরং ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হলে তিনিই আমাদেরর রক্ষা করবেন।

জাগতিক জিনিসের প্রতি লোভহীন একজন খাঁটি মানুষ: ফাদার আলফ্রেডের জীবনে কোন উচ্চাকাংক্ষা ছিল না। তিনি বিদেশে পড়তে যাবেন, উনার অনেক টাকা-পয়সা, ভাল পোশাক-আশাক, ধন-দৌলত থাকবে এইসব বিষয়ের উপর কোন আগ্রহ ছিল না। বাইবেলে আমরা দেখি নাথানায়েলকে বলেন, কতৃপক্ষ আসতে দেখে যিশু যেমন বলেছিলেন, ঐ দেখ খাটি ইস্রায়েলিয় যার মধ্যে কোন ছলনা নেই। ফাদার আলফ্রেডের ক্ষেত্রেও বলা যায় যে তিনি একজন খাঁটি যাজক ছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রয়াত ফাদার আলফ্রেড গমেজ সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর মতো একজন আদর্শ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক। যিনি ছিলেন পবিত্র, সহজ-সরল, পরিশ্রমী, বিস্ত, বাধ্য, মিশুক, নম্র, সহমর্মি, প্রার্থনাশীল, দায়িত্বশীল, ন্যায্য ও ত্যাগী যাজক। তার জীবন আমাদের জন্য আদর্শ এবং তার যাজকীয় সেবা কর্ম আমাদের জীবনের অনুপ্রেরণা। ঈশ্বর তার এই ভক্ত সেবককে স্বর্গের অনন্ত শান্তি দান করুন॥

একাত্তরের ক্রুশ

সিস্টার লুইজিনা বেসরা সিআইসি

২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল নির্দিষ্ট তারিখে দেওয়া হলো । বার্ষিক পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকেই মনটা খুবই অস্থির ছিল যতক্ষণ না পরীক্ষার ফলাফল শুনতে পাই। পড়াশোনার ব্যাপারে মায়ের একটাই কথা যারা পাশ করবে বড়দিনে নতুন জামা পাবে যারা ফেল করবে কিছুই পাবে না। একথাটি মনে রেখেই বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি খুব ভালো ভাবেই দিয়েছিলাম মনে আছে। কিন্তু যত গোল্ডগোল হয়ে যায় পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রশ্নপত্র না পাওয়া পর্যন্ত কতবার যে ক্রুশের চিহ্ন, প্রভুর প্রার্থনা, দূতের বন্দনা জপ করে যাই তার কোন হিসেব নেই। তারপর আবার প্রশ্ন পেয়েই চোখ বড়বড় হয়ে যেত কোথেকে যে অদ্ভুত প্রশ্ন দিয়ে রাখে শিক্ষকদের কোন হুশ জ্ঞান নেই, নানা ধরনের অভিযোগ শিক্ষকদের উপর বুনতে থাকতাম। আসলে নিজে কতটুকু পড়তাম তার কোন হিসেব নেই যতসব অন্যের দোষ। এসব কথা চিন্তা করতে করতেই ছোট বোন ও ছোট ভাই দৌড়ে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। তাদের হাসি-খুশি উজ্জ্বল মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম ভালো পাশ করতে না পারলেও উত্তীর্ণ হয়েছে। আমিও কম যাইনা ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞেস করলাম, কি এত খুশি যে, মনে হচ্ছে তোদের মতো ভাল ছাত্রছাত্রী স্কুলে মনে হয় আর নাই? বোন ছোট থেকেই স্বভাবগত ভাবে চটপটে, চালাক ও প্রতিবাদী, তাই আমার কথা শোনা মাত্র উত্তর দিল, তোমার মতো ভীতু নাকি ফেল হওয়ার ভয়ে রেজাল্ট শুনতে যাব না। আমি ধমক দিয়ে বললাম, চুপ কর আজেবাজে কথা, কই তোদের রেজাল্ট দেখি। দেখলাম বোন ভাল নম্বর পেয়েই পাশ করেছে স্থান হয়েছে সপ্তম, ছোট ভাই নার্সারীতে পড়ে তার রেজাল্ট হাতে নিয়ে হাসতে শুরু করেছি যেনাতেনা বিবেচনায় পাশ তাও আবার তার খুশি দেখে মনে হচ্ছে এভারেস্ট জয় করেছে। তারপর নিজের কথা জিজ্ঞেস করলাম, কই আমারটা কই আনলি না ছোট ভাই বলল, মা আনবে। একটু পরেই মায়ের আসার শব্দ শুনতে পেলাম আমি একদৌড়ে ঘরে ঢুকে গেছি, মা বারান্দায় পা দিতেই জোর গলায় শুনিয়ে বলল, কই এই নাও তোমার পরীক্ষার ফলাফল পাশ করেছো ১১দশ স্থান, আশা করি খুশি মনেই বড়দিন হবে। মায়ের স্নেহমাখা কথা শুনে বাইরে বের হলাম, তবে চিন্তা করতে লাগলাম ১১দশ হয়েছি এতো দূরে, আমার ক্লাসে যদি ভালো ছাত্রছাত্রী না থাকতো তাহলে আমিই মনে হয় প্রথম হতাম। যাই বা হোক মায়ের তো কোন আপত্তি নেই এজন্য তাকে খুব ভাল লাগে। মায়ের কাছে শুনলাম, কবে স্কুল খুলবে ও কবে বই দিবে। মনে মনে ভাবলাম যদি অনেক দিন স্কুল ছুটি থাকত তবে খুব ভাল হতো। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতাম, খেলতাম, সাথীদের সঙ্গে আড্ডা দিতাম, স্কুলে যাওয়া জন্য মায়ের ঘ্যানঘ্যানানি কমই শুনতে হতো, খাবো, আনন্দ করব, হৈহুল্লোর করবো। না তা আর হবে না জানুয়ারি ৬ তারিখে স্কুল খুলবে সাথে সাথে নতুন বই পাওয়া যাবে শিক্ষকগণও যথারীতি ক্লাশ শুরু করে দিবে ইত্যাদি। কিন্তু তবুও মনটা খুশিতে ভরে আছে কারণ নতুন ক্লাশ, নতুন স্কুল জামা, নতুন নতুন বই পাওয়া খুবই মজার বিষয়। দু সপ্তাহ পর নতুন বই হাতে পেয়েছি সাথে সাথে আমার বোনও পেয়েছে আর ভাইয়ের জন্য অনির্দিষ্ট বই। নতুন বই হাতে পেয়ে খুবই খুশি লাগছে, বইয়ের মধ্যে কত কিছু লেখা আছে, কত ধরনের ছবি কত ধরনের ফুল ফল গাছ প্রাকৃতিক দৃশ্য আরও কত কি! তা সবই পড়ার সময় তিন ভাইবোন মিলে খুলে খুলে দেখব, ছবিতে কি দেখানো আছে তার বিষয়ে আলোচনা করব। কি লেখা আছে তা ভালো ভাবে পড়তে না পারলেও ছবিই সব কিছু বলে দিবে কোন অধ্যায়ে কোন বিষয়ে শিক্ষা দিবে। সন্ধ্যায় পড়তে বসে বইয়ের সবকটি পাতা উল্টিয়ে ছবি দেখতে লাগলাম। বাংলা বইয়ের শেষের অধ্যায়ে দেওয়া আছে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের চিত্র এ ব্যাপারে আমরা তিনজনই কৌতুহলী হয়ে উঠলাম কেননা আমরা তখনো ভালোভাবে জানতাম না বা বুঝতাম না যুদ্ধ কি, কোথায় হয়েছে, কেন হয়েছে, কিভাবে হল? আমি ঠিক করলাম এ ছবিটা বুড়িমাকে দেখাতে হবে কারণ বুড়িমার সব ব্যাপারেই কিছু ধারনা জ্ঞান আছে, তা ছাড়া প্রতি রাতেই আমাদেরকে বিভিন্ন ইতিহাসের গল্প কাহিনী শুনিয়ে থাকে তাই এ ব্যাপারে একমাত্র তার কাছ থেকেই শোনা যাক। বুড়িমা হলো আমাদের মায়ের মা, তাকে আমরা বুড়িমা বলেই ডাকি, আমাদের এ ডাক তার কাছে বড়ই মধুর মনে হয় কেননা আমরা যে তার বড়ই আদরের আর তাই তো আমাদের সব ধরনের আবদার তার কাছে বড় কর্তব্যের বিষয় মনে হয়। সেদিন সন্ধ্যায় বুড়িমাকে ছবি দেখিয়ে বললাম, আজকে আমাদেরকে যুদ্ধের বিষয়ে গল্প বলে শোনাও কারণ এ বিষয়ে শুনলে পড়তে সুবিধা হবে। আমার কথা শুনে বুড়িমা মুচকি হাসল কারণ সে তো জানে গল্প শোনার জন্য কত ধরনের কল্পনা-জল্পনাই না আমরা করে থাকি, তাই উত্তর দিয়ে বলল, এখন না পরে, রাতে খাবার পরে। বুড়িমা রাজী হলো তাই খুশি হয়ে নিজের ছোট ছোট কাজগুলো সেরে ফেললাম। রাতের বেলা খাওয়া সেরে নিয়ে উঠানে মাদুর বিছিয়ে তিনজনে শুয়ে শুয়ে তারা গুনতে লাগলাম,আর একটু পরেই বুড়িমাও তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পাশে এসে বসল। ছোট ভাই তখনি বলে ফেলল, বুড়িমা শুরু কর দেখি, যদিও সে গল্প কাহিনীর বিষয়ে কিছুই বোঝেনা। বুড়িমা তখন বলতে শুরু করল- ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ফাল্গুন মাসের আগেই আমার সাথে তোদের দাদুর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। দেশের মধ্যে গণ্ডোগোল শুরু হয়েছে এ বিষয়ে লোকেদের বলাবলিতে আমরা শুনেছি। তাই বিয়ের তারিখ বেশি দেরি হলো না যথাসম্ভব কোন মতে প্রস্তুতি নিয়ে তোদের দাদুর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যায়। যখন আমার বিয়ে হয় তখন আমার বয়স মাত্র ১৩ বছর সংসারের কিছুই বুঝতাম না তবুও নতুন বউ হয়ে শ্বশুর বাড়ি এলাম। বাড়িতে আমি, তোদের দাদু আর আমার বিধবা শাশুড়ী এই তিন সদস্য নিয়ে একটি পরিবার। ছোট পরিবারে তেমন কোন অভাব ছিল না কিন্তু দেশের পরিস্থিতি দিনদিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। শুনতে পেলাম পাক-বাহিনী নাকি এদেশের মানুষ হত্যা করে দেশকে দখলে নেবে যাকে পাবে তাকেই হত্যা করবে। এই কথা শুনে মনটা বড়ই ভেঙ্গে যেত, ভয়ে আতঙ্কে থাকতাম কখন যে কি হয়! দেশের অবস্থা খারাপ হওয়াতে কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য লেনদেন প্রায় বন্ধ।

সবাই নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা ও উপায় খুঁজছে। দিনে দিনে চাল ডাল জিনিস পত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব দেখা দিতে লাগল। কেউ কাউকে ধার দিতে চাইত না। আমার বৃদ্ধা অসুস্থ শাশুড়িও আমাকে পরামর্শ দিয়েছে কাউকে কিছু না দিতে আগে নিজে বাঁচতে হবে তো। ওদিকে বাপের বাড়ি থেকে খবর আসছে যেন আমরা তাদের কাছে গিয়ে নিরাপদে থাকি। কিন্তু না অসহায় বৃদ্ধ শাশুড়িকে একা রেখে সংসার ছেড়ে যেতে রাজি হলাম না । যদি মরতে হয় এখানেই মরব। নতুন সংসারে নতুন বউ হয়ে সুখ-আনন্দ বলতে কপালে জুটল না বরং নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য বিভিন্ন জায়গায় দৌঁড়ে বেড়াতে হয়েছে। পাক-বাহিনীর ভয়ে বনে-জঙ্গলে, যেখানে-সেখানে ঘরের বাহিরে আতঙ্কে দিন কাটাতে লাগলাম। এমনি এই দুঃসময়ে আমার জীবনে আরও বড় ধাক্কা খেতে হয়েছে। সে সময় আমরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতাম কখনো নিজেদের লোকের সাথে কখনো বা প্রতিবেশীদের সাথে ঠিক সে সময়ই শুনতে পেলাম তোদের দাদু নাকি পাশের গ্রামের এক মেয়ের প্রেমে পড়েছে আর এজন্যই সে আমাদের ছেড়ে তার সাথে সাথে থাকছে। এই কথা আমাকে ভীষণ আঘাত করল কিন্তু নিজের বৃদ্ধা শাশুড়ীকে ফেলে রেখে আমি কোথাও যেতে পারলাম না। দিন যেতে লাগল পাক-বাহিনী শহর-বন্দর এমন কি বিভিন্ন গ্রামেও তাদের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা যতসব জঘন্য হত্যা, লুটপাট, হিংস্রতার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তবে খুশির খবর ছিল যে, এদেশের মুক্তি সেনা নামে দেশপ্রেমী মানুষ দেশকে রক্ষা করতে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাই মনে কিছু আশা জাগত। আমাদের গ্রামের বাড়ি গুলো ছিল মাটির দেয়াল ও খড়ের চালা ছোট ছোট বাড়ি আর তাই যে কেউ দেখলেই ভাববে তাদের অবস্থা বেশি ভাল না আর তাই বুঝি শত্রুবাহিনীর নজরে অতি তাড়াতাড়ি তেমনটি পড়েনি। গ্রামের পশ্চিমের শেষে দুই বুড়োর বসবাস তারা আপন দুই ভাই গ্রামের মধ্যে শুধু মাত্র তাদের অবস্থা সবচেয়ে ভাল জমি-জমা, টাকা-কড়ি, ধান-চালের কোন অভাব ছিল না তবে অভাব ছিল মমতাবোধের, সহানুভূতির, দয়ানুভবতার ও সহভাগিতার। তাদের হৃদয়টা বড়ই কঠিন ছিল চারপাশের যুদ্ধ-ভীত মানুষ যখন অনাহারে রয়েছে তাদের প্রতি তাদের কোন দরদবোধ সহভাগিতা ছিলনা বরং তাদের বিশাল বাড়ির দরজা বন্ধ করে আমোদে তাদের দিন কাটছিল। একদিন জনশ্রুতিতে শুনতে পেলাম যারা খ্রিস্টান তাদেরকে নাকি পাক-বাহিনী হত্যা করবে না তবে একথাটি সত্যি ছিল বা মিথ্যে ছিল সে বিষয়ে কেউ মাথা ঘামাল না বরং জীবন রক্ষার উপায় খুঁজতে লাগল যে কীভাবে খ্রিস্টানের ধর্ম কিছুটা হলেও শেখা যায়। আমাদের গ্রামে মাহালী ও সান্তাল জনগোষ্ঠীর বসবাস। মাহালী জনগোষ্ঠীরা অনেক আগে থেকেই খ্রিস্টানধর্মের সন্ধান পেয়েছিল ও বিশ্বাস সহকারে তা চর্চাও করছিল। তারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের জন্য নিয়মিত প্রার্থনা অনুষ্ঠান করত দূরের কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কোন মাষ্টার আসত তাদের শিক্ষা-দীক্ষা দিতে। যখন আমরা এখবর শুনলাম তখন একে অপরের সাথে কানাকানি করতে লাগলাম কীভাবে আমরাও সেই ধর্মচর্চা শিখব কারণ আমরা সবাই প্রকৃতিপূজারি ছিলাম তার বিষয়ে কোন ধ্যান ধারণা আমরা আগে কখনো পাইনি। তাই আমরা সময় মতো সুযোগে গ্রামের জানাশোনা ব্যাক্তিদের শরণাপন্ন হলাম। তাদের অনুপ্রেরণা, সাহস, শিক্ষা ও দয়া ভালবাসায় আমাদের খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণে আগ্রহী করে তুলল। এর আগে আমাদের মধ্যে বড় ভেদাভেদ ছিল কিন্তু এই দুঃসময়ে তা একেবারে হারিয়ে গিয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে আমরা ক্রুশের চিহ্ন ও প্রভুর প্রার্থনা পুরো মুখস্ত না হলেও কোন মতে শিখে নিলাম আর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বুদ্ধি পরামর্শ দিল যদি পাক-বাহিনী ধরে ফেলে আর জিজ্ঞেস করে, তুম ক্যা হ্যায়? উত্তরে বলতে হবে- হ্যাম খ্রিস্টান হ্যায়, ক্রুশকে চিনহা কর- পিতা পুত্র আমেন। পবিত্র আত্মা উচ্চারণ করতে আমাদের বড়ই কঠিন লাগত তাই আমেন দিয়ে শেষ করে দিতাম। একে-অপরের সাথে আলোচনা হলো কিভাবে নিজেদের দেখনো যায় যে আমরা খ্রিস্টান তাই বুদ্ধি এল খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় চিহ্ন ক্রুশ আর এই ক্রুশই আমাদের পরিচয় দেবে। তাই সকলে মিলে ঠিক করল যে বাঁশ দিয়ে ক্রুশ তৈরী করে নিজের নিজের বাড়ির চালর উপরে রাখতে হবে। যেমন কথা তেমন কাজ সবাই নিজের নিজের বাড়ির চালার উপরে ক্রুশ রেখে দিল আর আজও পর্যন্ত কেউ কেউ নতুন বাড়ি করলে সেই নিয়ম পালন করে থাকে। জীবন বাঁচানোর জন্য প্রায় সব বাড়িতে ক্রুশ প্রতিকৃতি রাখা হলেও গ্রামের পশ্চিমে দুই ভাইয়ের বিশাল বাড়িতে তা আর স্থান পেলনা। সবাই মিলে চেষ্টা করল তাদের বুঝানোর কিন্তু কিছুতেই তাদের অন্তরে খ্রিস্টের বাণী ঢুকানো গেল না কারণ তারা নিজ অহংকারে ছিল দৃঢ় ও জেদী। দিন যেতে লাগল চারিদিকে আতঙ্ক বাড়তে লাগল কখন কি ঘটবে কেউ কিছু বলতে পারে না। হঠাৎ একদিন আমাদের গ্রামে কয়েকটা কালো গাড়ী এসে ঢুকছে আর দূর থেকে গাড়ীর শব্দ শুনেই সবাই যে যার মতো বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে লুকিয়ে গেলাম। আমিও আমার শাশুড়ীকে নিয়ে একটি জঙ্গলে লুকিয়ে থাকলাম কিন্তু আমি যুবতী ছিলাম তাই শাশুড়ীমা আমাকে বলল জঙ্গলে যে পুকুর ছিল তার বড়বড় কচুরিপানাতে লুকিয়ে থাকতে আর আমিও তাই করলাম। গ্রামের মধ্যে কাউকে না পেয়ে পাক-বাহিনী পাগলা কুত্তার মতো এদিক সেদিক টহল দিচ্ছে কাউকে পেলেই গুলি করে মারবে শেষে দুইতিনটা ফাঁকা গুলি চালিয়ে গ্রামে সর্তকবাণী দিচ্ছিল তখন গুলির শব্দ শুনে বুকটা খুবই ধড়ফড় করছিল এই বুঝি কাউকে মেরে দিয়েছে ! কাউকে না পেয়ে পাক-বাহিনী গ্রামের শেষে পশ্চিমে থ াকা সেই বিশাল বাড়ি দুইটিতে আগুন জ্বালিয়ে দিল আর সাথে সাথে দাউ দাউ করে আগুন বাড়ির চারিদিকে ছড়াতে লাগল। বাহিনী চলে গেল আমরা ধীরে ধীরে গ্রামে ঢুকতে লাগলাম। এসে দেখি অবাক কাণ্ড আমাদের সবার ঘর অক্ষত অবস্থায় রয়েছে তাই ঘরের চালার উপরে থাকা ক্রুশকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করলাম ভাবলাম এই চিহ্নই আমাদের রক্ষা করেছে। এদিকে সেই দুই বুড়োর অবস্থা খুবই খারাপ তাদের এত বড় বাড়ি, ধানচাল, টাকা গয়না সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তবে কেউ তাদের সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে গেল না। বেশ কয়েকদিন পর দেখা গেল সেই দুই বুড়ো বিশাল বড় বাঁশ গাছ কেটে ক্রুশ প্রতিকৃতি তৈরী করে উঠানে খাড়া করে রাখল যেন দূর থেকে দেখা যায় তাদের ক্রুশীয় বাড়িটি শুধু তাই নয়, প্রাণের ভয়ে কে কি করে না? একহাত লম্বা বাঁশের তৈরী ক্রুশ মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে পরে বেড়াতে লাগল যেন তাদের দেখে মনে হয় খ্রিস্টান লোক। তাদের এই কাণ্ড দেখে আমরা হাঁসব বা কাঁদব কেউ কিছু বুঝতে পারছিলাম না তবে আমাদের দলে এসে যদি প্রাণ রক্ষা পায় তাহলে হিংসের কিই বা আছে॥ ৯০

আমরা সবাই সমান

জেরী জাসিন্তা আরেং

তুলি এখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। সে তার মেধার জোরে আজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। আজ সে প্রথমবারের মতো তার মা-বাবার সাথে ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে যাচ্ছে। তার বাবা- মা দুজনই তাকে গাড়ি করে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসলো। তুলিও খুশীমনে তার শ্রেণিকক্ষে গেলো। সে তার সিটের পাশে দেখতে পেলো কালো কুচকুচে এক ছেলে। সে তাকে দেখেই খিল-খিল করে হেসে দিলো। পুরো ক্লাশ জুড়েই সে তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে মুচকি হাসতে লাগলো। তুলির ব্যবহার দেখে কালো ছেলেটিও কিছুটা লজ্জা পেলো। শ্রেণিকক্ষে তার হাসি দেখে শিক্ষক তুলি'কে জিজ্ঞেস করলো, "এই তুমি হাসছো কেন?" তুলি তখন দাঁড়িয়ে শিক্ষককে বললো, "স্যার, আমি আমার পাশের ছেলেটির গায়ের রঙ দেখে হাসছি।" স্যার বললেন, "মেয়েটিকে দেখে হাসার কি হলো?" তুলি উত্তর দিলো, "সে এতো কুচকুচে কালো, আমি আগে কখনও এমন কালো মানুষ দেখিনি; তাই আর কি।" শিক্ষক তাকে বললেন, "দেখো তুলি, মানুষ দেখে কখনও হাসতে নেই। তোমার মা-বাবা কি তোমাকে এটাও শেখাইনি? এক্ষুণি তুমি তার কাছে ক্ষমা চাও।" তুলি মন খারাপ করে ছেলেটির কাছে ক্ষমা চাইলো। ছুটির ঘন্টা পড়ার সাথে-সাথে সে শ্রেণি থেকে বের হয়ে গেলো। সেদিন বাড়ি ফিরে সে মন খারাপ করে রইলো। কালো ছেলেটির কাছে ক্ষমা চাওয়াটা সে কোনভাবেই মেনে নিতে পারলো না। তার মা এই বিষয়টি লক্ষ্য করলো। তিনি তখন তুলি'কে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "মা, আজকে তোমার ক্লাশ কেমন ছিলো? নতুন বিদ্যালয়ে পড়তে কেমন লাগছে?" তুলি বললো, "আমার ওই স্কুলে পড়তে একটুও ভালো লাগছে না।" মা অবাক হয়ে বললেন, "সেকি কেন মা? এতো ভালো স্কুল তোমার, ওখানেতো সবাই পড়ার সুযোগ পায় না। আর তোমার ভালো লাগছে না। শিক্ষক কি খুব বকাবকি করেছে তোমাদের? তুলি বললো, "আজ আমি আমার পাশে বসা কালো কুচকুচে এক ছেলেকে দেখে হাসছিলাম, তাই শিক্ষক আমাকে ক্ষমা চাইতে বলেছে।" মা বললেন, "তারপর তুমি কি ক্ষমা চাওনি?"

তুলি বললো, "আমি ক্ষমা চেয়েছি কিন্তু মন থেকে চাইনি।" মা তখন তাকে বললেন, "এটা তুমি একদম ঠিক করোনি। সে যাই হোক, এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে, তুমি জানো সেটা কি?" তুলি বললো, "তাতো আমি জানি না।" মা বললেন, "মজার বিষয়টি হলো, আমরা সবাই মানুষ; আমাদের সবার আলাদা-আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন: তোমার গায়ের রঙ, চেহারা, শরীরের গঠন, কথা বলা ইত্যাদি সবই অন্যরকম। তোমার রং ফর্সা, তার রঙ কালো; কি বিস্ময়কর তাই না?" তুলি বললো, সত্যিইতো, আমি তা আগে জানতাম না।" এবার বাবাও বললেন, "তুমি যদি তার থেকে আলাদা না হতে, তাহলে কি কেউ তোমাকে তুলি বলে চিনতো, ভেবে দেখোতো?" তুলি কিছুক্ষণ নীরব থেকে উত্তর দিলো, "সত্যিই এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। আমি ফর্সা, সে কালো কিন্তু আমরা দুজনই সমান।" মা বললো, কাল সকালে স্কুলে গিয়ে ছেলেটির কাছে মন থেকে ক্ষমা চাইবে ও বন্ধুত্ব করবে, কেমন?" তুলি চুপচাপ মেনে নিলো। পরদিন সকালে স্কুলে গিয়ে সে ছেলেটির কাছে ক্ষমা চাইলো আর বন্ধুত্ব করলো। এরপর থেকে তারা দুজনে মিলে বাড়ির কাজ করে ও খেলাধুলা করে। এখন তুলি সবাইকে সমান চোখে দেখে, বরং কেউ যদি কাউকে দেখে হাসে; সে তাকে বোঝায় যে, "আমরা সবাই সমান"॥

বর্ষাকালের ছবি
রিয়ানা এন্ড্রিয়া রোজারিও
শান্তির রানি নার্সারী স্কুল

চড়াখোলায় "স্বর্গোন্নীতা মারীয়া'র গির্জা" নির্মাণের শুভ উদ্বোধন

সুনীল পেরেরা : গত ১৩ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার সকাল ১০টায় ফাদার উইস স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চড়াখোলায় "স্বর্গোন্নীতা মারীয়া'র গির্জা" নির্মাণের শুভ সূচনা উপলক্ষে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তাকে সহায়তা করেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ ও সেন্ট ভিয়ান্নী হাসপাতালের পরিচালক ফাদার কমল কোড়াইয়া। আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের চ্যান্সেলর ফাদার মিল্টন কোড়াইয়াসহ বেশ কিছু সংখ্যক ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, একজন ডিকন ও প্রায় তিন শতাধিক খ্রিস্টভক্ত।

খ্রিস্টযাগের উপদেশ বাণীতে আর্চবিশপ মহোদয় মা মারীয়াকে নিয়ে একটি প্রচলিত গল্পের অবতারনা করে বলেন, দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আজ থেকে চড়াখোলা গ্রামে "স্বর্গোন্নীতা মারীয়ার গির্জা "নির্মাণের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। তিনি আরও বলেন, মা মারীয়া স্বশরীরে, স্বর্গে প্রবেশ করেছেন এবং তিনি তার পুত্র যিশুসহ স্বর্গপিতার পাশে রয়েছেন। জপমালা প্রার্থনা ঈশ্বরের সাথে আমাদের বন্ধন সৃষ্টি করে, স্বর্গে যাবার পথ তৈরি হয়। মা মারীয়া'র মৃত্যুর সময় বিভিন্ন দেশে প্রচারকাজে নিয়োজিত যিশুর শিষ্যেরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এর পর সবাই মিলে গির্জার কেন্দ্রস্থলে আসেন নির্মাতা কোম্পানীর কর্মকর্তসহ। প্রার্থনা ও পবিত্র জল সিঞ্চন করে মাটি খননের মধ্যদিয়ে গির্জা নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই।

চড়াখোলা একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রামটি তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর সর্ব বৃহৎ গ্রামটিতে প্রায় ৩০০০ খ্রিস্টভক্তের বসবাস। তাদের দীর্ঘ প্রত্যাশা গ্রামে একটি গির্জা প্রতিষ্ঠার। এ ব্যাপারে কুয়েতে কর্মরত ভায়েরা প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জনগণের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হওয়ার পথে। আগের দিন বিকেল থেকেই বৃষ্টি এবং পরদিন ভোর রাত হতে সকাল দশটা পর্যন্ত মুষলধারে বর্ষণের ফলে গির্জার জমিতে আর অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। ফলে স্কুল ঘরেই পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর বক্তব্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। আর্চবিশপসহ ফাদার, ব্রাদার ও অন্যান্য অতিথিগণকে নৃত্যের মাধ্যমে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। আর্চবিশপ মহোদয় গির্জা নির্মাণের অনুদান, গির্জার নকসা সহ আনুষাঙ্গিক বিষয় বিস্তারিত তুলে ধরেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ। অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন ফাদার কমল কোড়াইয়া। আরও বক্তব্য দেন তুমিলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আবু বকর, চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর চেয়ারম্যান কমল উইলিয়াম গমেজ, মনীন্দ্র বিশ্বাস ও সুনীল পেরেরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন গির্জা কমিটির সেক্রেটারী ফিলিপ কোড়াইয়া। সার্বিক সহায়তা দিয়েছে কমিটির সদস্যগণ, ক্রেডিটের কর্মচারীগণ এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাসহ অন্যান্য সিস্টারগণ।

উল্লেখ্য যে, স্বর্গোন্নীতা মারীয়া'র নামে উৎসর্গীকৃত গির্জাটির দৈর্ঘ্য ১০০ ফুট এবং প্রস্থ ৬০ ফুট। দুই পাশে থাকবে সুপরিসর বারান্দা। প্রবেশ পথে থকবে বারান্দা সহ ৫০ ফুট প্রশস্ত জায়গা। আপাতত শুধু গির্জা ঘরের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা। পরে ফাদার ও সিস্টারদের জন্য বাসভবন, কবরস্থান ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হবে। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং বৃষ্টি উপেক্ষা করে, জল-কাদায় শুভ কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। দুপুরে কুয়েত কমিটির প্রাক্তন সভাপতি গাব্রিয়েল কস্তার বাড়িতে আমন্ত্রিত অতিথিদের খাবার ব্যবস্থা করা হয়॥

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পত্রবিতানের জন্য পাঠিয়ে দিন আপনার সুচিন্তিত মতামত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা। ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা ও ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

এমএমআরএ পরিবারে রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন

(রজত জয়ন্তী উৎসব পালনকারী সিস্টারগণ ঃ বাঁ দিক থেকে- সিস্টার মারীষ্টেল্লা, ষ্টেল্লা, লিউবা, পিউসা, চামেলী ও সিস্টার অর্পা)

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ : বিগত ১৬ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ, মেরী হাউজ পরিবারে ৬জন সিস্টারের রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ৬ জানুয়ারি সংঘে সিস্টার চামেলী, লিউবা, অর্পা, ষ্টেল্লা, পিউসা ও সিস্টার মারীষ্টেল্লা - এই ছয় জন ভগ্নীর ব্রতীয় জীবনের ২৫ টি বৎসরের স্মরণে রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়েছিল। কিন্তু বিধির বিধান– করোনা মহামারীর কারণে। উৎসবের পূর্বদিন যথারীতি বিশেষ পবিত্র ঘন্টার মাধ্যমে উৎসবকারী ভগ্নীদের জন্য মঙ্গল কামনা করা হয় এবং এর পর ছিল ভিজিল উৎসব। সকালে প্রাত: ধ্যান, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং ১১:৩০ মিনিটে বিগত ২৫টি বৎসরের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উৎসবকারী ভগ্নীদের উদ্দেশে খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন আমাদের পালপুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ। তিনি সিস্টারদের সুন্দর জীবন ও জীবনআহ্বানের জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করেন। একই সাথে রজত জয়ন্তীর মর্মার্থ তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এমনি একটি পবিত্র, নিবেদিত জীবনে সিস্টারগণ যে আহ্বান পেয়ে সাড়াদান করেছেন এবং বিশ্বস্তভাবে বিগত ২৫টি বৎসর অতিক্রম করেছেন তারজন্য তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন এবং উৎসবকারী সিস্টারগণকে অভিনন্দন জানান। সেই সাথে সিস্টারগণ তাদের সুন্দর মন নিয়ে মন্ডলীতে, সংঘে তথা দেশে-বিদেশে যে নি:স্বার্থ সেবা দান করছেন (ডাক্তার, নার্স ও শিক্ষকা হিসাবে) তার জন্য তিনি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধেয় ফাদার আরও প্রত্যাশা করেন– এখন আরও উত্তম সময় সামনে রয়েছে, আরও উদার হয়ে সংঘের মাধ্যমে মণ্ডলী তথা ঐশরাজ্য বিস্তারের কাজকে ত্বরান্বিত করতে। পবিত্র খ্রিস্টযাগে রজত জয়ন্তী উৎসব পালনকারী সিস্টারদের জন্য বিশেষ প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করা হয়। অতপর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উপহার প্রদান ও প্রীতিভোজের মাধ্যমে এই উৎসবের সমাপ্তি হয়॥

খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীর সংবাদ

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ

সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব পালন

গত ৪ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্বদিনে প্রেরিত শিষ্য সাধু যোহনের গির্জায় যাজকদের প্রতিপালক মহান খ্রিস্টসাধক, কষ্ট সহিষ্ণু, ত্যাগী আর্স ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব খাগড়াছড়ির বিশ্বাসী খ্রিস্টভক্ত ও পাড়ার মাস্টার, সিস্টারগণ ও হোস্টেলের মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। স্থানীয় মণ্ডলীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ধর্মপ্রদেশীয় দুইজন যাজকদের ফুলের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে উপাসনার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। সিস্টার সেমিতা প্রথমে ভূমিকা প্রদান করেন, তারপর শোভাযাত্রা করে গির্জার বেদীতে পবিত্র বাইবেল, পবিত্র ক্রুশের ধুপারতি ও খ্রিস্টভক্তদের পবিত্র জল সিঞ্চন করে ফাদার বেঞ্জামিন পিন্টু কস্তার পৌরোহিত্যে খ্রিস্টযাগ আরম্ভ হয়। যাজকদের প্রতিপালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পালকীয় যত্নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো খ্রিস্টসমাজ গড়ে তোলা, মন পরিবর্তন ও পাপ প্রক্ষালন করে পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করা ও মা মায়ীয়ার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা দিয়ে কৃপা আশীর্বাদ লাভ করা। সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী পালকীয় জীবনে দৃষ্টিনন্দন দিক হলো পবিত্রতা, সততা, ধৈর্য, দয়া ও শোভনীয় আচরণ। খ্রিস্টযাগের শেষ আশীর্বাদে স্থানীয় পাল-পুরোহিত শুভেচ্ছা বাণী ও মিষ্টি আশীর্বাদ করে সবার সাথে সহভাগিতা করেন।

পর্ব দিনের ধারাবাহিকতায় গত ৮ আগস্ট ২০২১, চেলাছড়া সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর গির্জায় স্থানীয় খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে প্রতিপালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব দিনে ফাদার রবার্ট গনসালভেছ পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পালকীয় যত্নের মধ্যদিয়ে বাণীপ্রচারের বিস্তার, সম্প্রসারণ, সমাজ রূপান্তর নবায়ন ও নতুন আঙ্গিকে খ্রিস্টপরিচিতি তুলে ধরেন। সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী সহজ সরল, সাদামাটা জীবনের কৃচ্ছসাধনায় যা প্রকাশ করেছেন তাতে তিনি ক্রুশে জীবনশয্যা পেতে একতা, পুনর্মিলন, শান্তিপূর্ণ, সম্প্রীতির সম্পর্ক, আনন্দ ও সহভাগিতার অভাবনীয় খ্রিস্টীয় জীবনাদর্শ গড়ে তুলেছেন। ত্রিপুরা খ্রিস্ট সমাজের বার্ষিক পর্ব দিনের আনন্দ শিশুদের নৃত্য ও প্রীতি ভোজ গ্রহণ করে পর্ব উদ্‌যাপন শেষ করে॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্ব পালন

গত ১৫ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীর কুলিপাড়ায় চাকমা কাথলিক পরিবারের সার্বিক সমর্থনে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্ব পালন করা হয়। পর্বদিনে স্থানীয় পাঁচজন পাড়া মাস্টারগণ বেদীর উপরে দেয়ালে মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়নের ব্যানার, বেদীতে নৈবেদ্য সাজানো, ফুলদিয়ে সাজানো মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও ঐশবাণী পাঠের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে প্রথমে গৌরবময় পবিত্র জপমালা ও পর্বীয় খ্রিস্টযাগ নিবেদন করা হয়। খ্রিস্টযাগে পালপুরোহিত ফাদার রবার্ট গনসালভেছ মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ের তাৎপর্য বুঝিয়ে বলেন, ঈশ্বর দয়াময় ভালোবাসায় মা মারীয়াকে যিশুর মা মনোনীত করে ধন্যা কুমারী মারীয়াকে গৌরবান্বিত, মহিমান্বিত ও প্রশংসিত করে রাণীর মুকুটে শোভিত করে স্বর্গের রাণীর উচ্চ আসনে স্থান দিলেন॥

২য় মৃত্যুবার্ষিকী

এলবার্ট আদম রোজারিও
জন্ম : ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

"কে বলে তুমি নেই
তুমি আছো মন বলে তাই"

আজ ২৩ আগস্ট এই দিনে তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছো। প্রতিটা মুহূর্তে তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতি আমাদেরকে কাঁদায়। তুমি ছিলে অত্যন্ত পরিশ্রমী, সময় নিষ্ঠা, মিশুক হাস্যোজ্জ্বল ও প্রার্থনাশীল সৎ মানুষ যা আমাদেরকে সবসময় অনুপ্রানিত করে, আজও আমাদের এই নির্মম বাস্তবতা মেনে নিতে কষ্ট হয় যে, তুমি আমাদের মাঝে নেই। তবুও তুমি বেঁচে আছো আমাদের হৃদয় মাঝে, আছো তোমার অসংখ্য প্রিয়জনদের হৃদয়ে। এই পৃথিবীতে বিশ্বাস্তভাবে জীবন যাপন করে একদিন যেন তোমার সাথে স্বর্গধামে মিলিত হতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তিদান করুন।

তোমার শোকার্ত পরিবারবর্গ

স্ত্রী- এগ্নেশ রিবেরু (চাঃ শিঃ হাঃ সেবিকা)
বড়-মেয়েঃ এ্যানি স্বামী কলিন্স কস্তা
ছোট-মেয়েঃ জেনি রোজারিও
নাতনী : একা কস্তা ও এলেক্সা কস্তা

বিজ্ঞ/১১৬/২১

মহাশান্তি গমনের দ্বাদশ বছর

প্রয়াত টনি জন গমেজ
জন্ম : ২১ নভেম্বর, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
শুলপুর ধর্মপল্লী।

তোমরা ছিলে এই ধরণীতে
গিয়েছো চিরশান্তির নীড়ে
রেখে গেছো দুঃখের স্মৃতিগুলো
যা রয়েছে আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে।

পার্থিব এই জগত ছেড়ে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তোমরা চলে গেছ আমাদের নিস্ব করে। কিন্তু তোমরা রয়েছো আমাদের সকলের হৃদয় মাঝে। আজও আমরা পারি না তোমাদের চিরতরের চলে যাওয়ার ক্ষণকে মেনে নিতে। থেকে-থেকে মনে পড়ে হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় কান্নাভরা কণ্ঠে বাঁচার তাগিদে, একবার বাড়িতে যাবার জন্য বলতে "মাগো, আমি বাড়ি যাবো"। আজও আমরা ভুলতে পারি না। পরম করুণাময় তোমাদের আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

মা : শ্যামলী গমেজ
বড় মা : কানন গমেজ
শুলপুর ধর্মপল্লী, মুন্সীগঞ্জ।

মহাশান্তি গমনের ৬ষ্ঠ বছর

প্রয়াত সুরুজ যোসেফ গমেজ
পিতা : মৃত অনিল গমেজ
জন্ম : ১৯ মার্চ, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
শুলপুর ধর্মপল্লী।

বিজ্ঞ/১১৮/২১

ফ্ল্যাট বিক্রয়

হলিক্রস স্কুল এবং সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল সংলগ্ন ৬ তলা ভবনের ৪র্থ তলায় ১০৫০ বর্গফুট আয়তনের একটি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ক্রয় করতে প্রকৃত আগ্রহীদের নিম্ন মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মোবাইল নম্বর: ০১৮১৪-৮০৮১২৮

বিজ্ঞ/২১৫/২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৩০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 30
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৩০
Regd. No. DA-33
❖ 22 - 28 August , 2021, ৭ - ১৩ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্র নংঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২১-২০২২/২৩৯)(এ) তারিখ ঃ ১৭ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর জন্য নিম্নলিখিত পদসমূহে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্র নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	আইন অফিসার	০১	অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষ	- অনুমোদিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম এল.এল.বি. সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। এল.এল.এম সনদপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। - সমমর্যাদার পদে কমপক্ষে ৫ বছরের কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - প্রতিষ্ঠানের আইনি স্বার্থ রক্ষা, মামলা পরিচালনা করা, মর্টগেজকৃত জমির কাগজপত্র যাচাই, রেজিষ্ট্রি পাওয়ার অফ এটর্নী দলিল সম্পাদন, জমি রেজিষ্ট্রেশনের কার্যক্রম সম্পাদন, চুক্তিপত্র ও অঙ্গীকারনামা প্রস্তুত সংক্রান্ত কাজ, লিগ্যাল নোটিশ ড্রাফট করা, চেকের মামলা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা এবং ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকতে হবে। - প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে গিয়ে কাজ করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে। - সমবায় ও ব্যাংকিং আইন সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। - কম্পিউটার চালনায় (এম.এস.অফিস) পারদর্শী হতে হবে।
২	সহকারী অফিসার (আইন)	০১	অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষ	- অনুমোদিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম এল.এল.বি. সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। - সমমর্যাদার পদে কমপক্ষে ৩ বছরের কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - প্রতিষ্ঠানের আইনি স্বার্থ রক্ষা, মামলা পরিচালনা করা, মর্টগেজকৃত জমির কাগজপত্র যাচাই, রেজিষ্ট্রি পাওয়ার অফ এটর্নী দলিল সম্পাদন, জমি রেজিষ্ট্রেশনের কার্যক্রম সম্পাদন, চুক্তিপত্র ও অঙ্গীকারনামা প্রস্তুত সংক্রান্ত কাজ, লিগ্যাল নোটিশ ড্রাফট করা, চেকের মামলা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা এবং ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকতে হবে। - প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে গিয়ে কাজ করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে। - সমবায় ও ব্যাংকিং আইন সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। - কম্পিউটার চালনায় (এম.এস.অফিস) পারদর্শী হতে হবে।
৩	ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) ডিভাইন মার্সি জেনারেল হসপিটাল, মঠবাড়ি, কালীগঞ্জ গাজীপুর	০১	অনূর্ধ্ব ৪০ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষ	- অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.সি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সনদপ্রাপ্ত হতে হবে। এক্ষেত্রে BUET, DUET, CUET, RUET ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণদের এবং Institution of Engineers, Bangladesh (MIEB / FIEB) - এর সদস্যপদ প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। - সমমর্যাদার পদে কমপক্ষে ১০ বছরের কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - যে কোন স্বনামধন্য হাসপাতালে কাজ করার অভিজ্ঞতা বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। - কম্পিউটার চালনা (এম.এস.অফিস), Auto CAD Ges Design related software-এ পারদর্শী হতে হবে।

শর্তাবলীঃ

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৬। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
০৭। আবেদন পত্র আগামী ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রীষ্টাব্দ বিকেল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।
০৮। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারী, দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫।

বিজ্ঞ/২১৯/২১

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org